পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব
জাতির
জন্য জগতে
আজ কুরআন
ব্যতিরকে
আর কোন ধর্মগ্রন্থ
নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য
বর্তমানে
মোহাম্মদ
মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন, কোন রসুল
ও শাফায়াতকারী নাই
অতএব তোমরা সেই
মহা গৌরব সম্পন্ন
নবীর সহিত
প্রেমসূত্রে আবদ্ধ
হইতে চেষ্টা কর
এবং অন্য কাহা-
কেও তাঁহার উপর
কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত
মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৯ বর্ষ ॥ ৪র্থ সংখ্যা
১৫ই আষাঢ় ১৩৯২ বাংলা ॥ ৩০শে জুন ১৯৮৫ ইং ॥ ১১ই শাওয়াল ১৪০৫ হিঃ
বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ৩০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' | ৩০শে জুন ১৯৮৫ | ৩৯শ বর্ষ: ৪র্থ সংখ্যা:

বিষয়	লেখক	পৃঃ
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা ইউনুস (১১শ পারা, ১ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'বিপদাপদ, ধৈর্য ও সবুর'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী : 'সত্য নির্ণয়ের চিহ্নাবলী'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৪
* জুমুয়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : জনাব নজীর আহমদ ভুইয়া	৬
* সৈয়াদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর ঈদ মোবারক ও পবিত্র পয়গাম :	মির্যা তাহের আহমদ, খলিফাতুল মসীহ	১৮
* জুমুয়ার খোৎবার সারসংক্ষেপ :	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৯
* পশ্চিমে সূর্যোদয়—৩ :	আহমদ তৌফিক চৌধুরী	২৩
* সংবাদ :		২৭

আখবারে আহ্‌মদীয়া

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) লণ্ডনে আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। হুজুর আকদাসের সুস্বাস্থ্য, কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং সকল দ্বীনি উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীতে পূর্ণ সাফল্য লাভের জন্য বন্ধুগণ দোওয়া জারি রাখিবেন।

পবিত্র রমজান মাসে লন্ডনস্থ ফজল-মসজিদে হুজুর আকদাস প্রতি শনি ও রবিবার ইফতারের পূর্বে দেড় ঘন্টা স্থায়ী ইংরেজী ভাষায় শুধু সূরা ফাতেহার দরস দেন। বিগত বৎসরও রমজানে হুজুর উক্ত সূরারই দরস দিয়েছিলেন। এ বরকত দরসে লন্ডন ব্যতীত ইংলণ্ডের অন্যান্য জামাত এবং দেশ থেকেও আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিরা বিপুল সংখ্যায় যোগদান করেন। অন্যান্য দিনে মোবাল্লেগগণ পালাক্রমে পূর্ণ কুরআন শরীফের দরস শেষ করেন।

ঢাকায় দারুত তবলীগ কেন্দ্রীয় মসজিদে রমজান মাসে বিকেল ৫টা থেকে ইফতারী পূর্ব দোওয়া পর্যন্ত সদর মুরুব্বী মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব সূরা শুয়ারা থেকে সূরা সোয়াদ (ص) পর্যন্ত দরস দেন এবং মীরপুর ঢাকা মসজিদে সদর মুরুব্বী মৌঃ আঃ আজিজ সাদেক সাহেব দরস দেন। তেমনিভাবে বাংলাদেশের অন্যান্য প্রায় সকল জামাতেও মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের পূর্ব-ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী রমজানে কুরআন শরীফের বিশেষ দরস ও তারাবীহর নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৯শ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

১৫ই আষাঢ় ১৩৯২ বাংলা : ৩০শে জুন ১৯৮৫ইং : ৩০শে এহ্সান ১৩৬৪ হিঃ শামসী

তরজমাতুল কোরআন

সুরা ইউনুস

[ইহা মক্কী সুরা, ইহার ১১০ আয়াত এবং ১১ রুকু আছে]

১১শ পারা **১ম রুকু**

১। (আমি) আল্লাহর নাম লইয়া (পাঠ করিতেছি), যিনি অসীম দাতা, বার বার রহমকারী।

২। আলিফ-লাম-রা (—আনাল্লাহো আরা—আমি আল্লাহ সর্বদর্শী) এইগুলি কামেল হিকমাতপূর্ণ কিতাবের আয়াত।

৩। ইহা কি মানবজাতির জন্য আশ্চর্যজনক বিষয় যে, তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তির প্রতি আমরা (এই বলিয়া) ওহী করিলাম যে, তুমি মানবজাতিকে সতর্ক কর এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে এই শুভ সংবাদ দাও যে নিশ্চয় তাহাদের জন্য তাহাদের রাব্বের নিকট বাহ্যিক ও আত্মিক কামেল মর্যাদা আছে? ইহাতে কাফেরগণ বলিল, নিশ্চয় এই ব্যক্তি এক সুস্পষ্ট ধোকাবায।

৪। নিশ্চয় তোমাদের রাব্ব্ সেই আল্লাহ, যিনি আসমান সমূহ এবং যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন; তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন; তাঁহার অনুমতি ছাড়া (তাঁহার দরবারে) কেহই কাহারো সুপারিশকারী হইতে পারে না; ইনি (উক্ত গুণাবলীর আধিপতি) আল্লাহ তোমাদের রাব্ব্, অতএব তোমরা তাঁহারই এবাদত কর; (এইসব কথা সত্বেও) কি তোমরা নসিহত গ্রহণ করিবে না?

৫। তাঁহারই দিকে তোমাদের সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইবে; ইহা আল্লাহর সাচ্চা ওয়াদা, (যাহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে); নিশ্চয় তিনি সৃষ্টির পত্তন করেন, অতঃপর তিনি উহার পুনর্বর্তন করেন, যাহাতে তিনি সকল লোককে, যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক

কাজ করিয়াছে, ন্যায়সংগতভাবে প্রতিদান দিতে পারেন ; এবং যাহারা কুফর করিয়াছে তাহাদের পান করার জন্য ফুটন্ত পানি থাকিবে এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব থাকিবে, যেহেতু তাহারা কুফর করিত।

৬। তিনিই, যিনি সূর্যকে নিজস্ব আলো বিশিষ্ট এবং চন্দ্রকে প্রতিফলিত আলো বিশিষ্ট বানাইয়াছে এবং পরিমাণ অনুযায়ী উহার মঞ্জিলসমূহ নির্ধারণ করিয়াছেন যেন তোমরা বৎসরের গণনা এবং সময়ের হিসাব জানিতে পার ; আল্লাহ ইহা (অর্থাৎ সৌরজগৎ) হক্ক (-হিকমত) সহই সৃষ্টি করিয়াছেন ; তিনি এই সকল আয়াত জ্ঞানবান জাতির জন্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতেছেন।

৭। নিশ্চয় রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনের মধ্যে এবং প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে যাহা আল্লাহ আসমানসমূহে ও যমীনে সৃষ্টি করিয়াছেন মুত্তাকী জাতির জন্য নিদর্শনাবলী আছে।

৮। নিশ্চয় যাহারা আমাদের সাক্ষাতের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবনের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছে এবং উহাতেই পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে এবং আমাদের নিদর্শনাবলীর প্রতি গাফিল হইয়াছে ;—

৯। এই সকল লোকের ঠিকানা তাদের কর্মফলের জন্য (দোযখের) আগুন।

১০। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক (সময়োপযোগী) কাজ করিয়াছে, তাহাদের রাব্ব্ তাহাদের ঈমানের জন্য তাহাদিগকে সাফল্যের পথে পরিচালিত করিবেন, আরাম প্রদ বাগানসমূহে তাহাদের নিয়ন্ত্রনাধীনে নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে।

১১। ইহার মধ্যে তাহাদের দোওয়া (এই) হইবে, হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র ; এবং (তাহাদের পরস্পরের) সম্ভাষণ হইবে সালাম, এবং তাহাদের সর্বশেষ কথা হইবে, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সকল বিশ্বের রাব্ব্। (ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে, নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না তোমরাই আল্লাহ তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী, সুতরাং পূণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নয়।" (কিশ্‌তি-এ-নূহ —হযরত ইমাম মাহদী আঃ)

হাদিস শরীফ

বিপদাপদ, ধৈর্য ও সবুর

১। হযরত সুফিয়ান বিন আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : "এক বার আমি কহিলাম ; হে আল্লাহর রসুল, আমাকে ইসলামের এমন কোন কথা বলুন যে, অতঃপর অন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসার প্রয়োজন না থাকে। অর্থাৎ আমার পুরা প্রশান্তি লাভ হয়। হুজুর (সাঃ) ফরমাইলেন : 'তুমি বল, আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনিলাম। অতঃপর, এই কথায় পাকা হইয়া যাও এবং ধৈর্যের সহিত কায়েম থাক।'

['মুসলিম', 'কিতাবুল-ঈমান', বাবু জামেয় আওসাফুল-ইসলাম ; ১:৩০ পৃঃ]

২। হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : "আমি যেন রসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দেখিতেছি, যখন তিনি (সাঃ) পূর্বেকার নবীগণের মধ্যে এক নবীর কথা বলিতেছিলেন। তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : সেই নবীকে তাঁহার জাতি মার দিল, জখম করিল। সেই নবী তাঁহার চেহারা হইতে রক্ত মুছিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন : 'হে আল্লাহ, আমার জাতিকে ক্ষমা কর। কারণ, তাহারা জানে না এবং অজ্ঞতা বশতঃ এরূপ করে'। ['বুখারী', 'কিতাবুল-আম্বিয়া ; ১৪৯৫]

৩। হযরত সুহাইব সিনান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "মুমেনের ব্যাপার আশ্চর্যময়। তাহার কাজে বরকতই বরকত, আশীস-আশীর্বাদময়। এই অনুগ্রহ শুধু মুমেনেরই বৈশিষ্ট্য। যদি তাহার কোন আনন্দের উদয় হয়, তবে আল্লাহতায়ালার শোকর করে এবং তাহার শোকরগুজারী তাহার জন্য আরো খায়ের ও বরকতের কারণ হয়। যদি সে দুঃখ পায়, সে সবুর করে, এবং তাহার এই ব্যতিক্রমও তাহার জন্য খায়ের এবং বরকতের হেতু হয়, এবং সে সবুর করিয়া সাওয়াব হাসিল করে।"

['মুসলিম,' 'কিতাবুল-যুহুদ,' 'বাবু আল-মুমেনু আমরুহু কুল্লুহু খাইর' ; ২:৩৫৪ পৃঃ]

৪। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : কোনো মুসলমানের কোন দুঃখ, কোন শোক বা চিন্তা, কোন কষ্ট এবং উদ্বেগ উপস্থিত হয় না, এমনকি একটি কাঁটাও বিদ্ধ হয় না, কিন্তু আল্লাহতায়ালা তাহার এই কষ্টকে তাহার গোনাহ সমূহের কাফফারা (খণ্ডন) করিয়া দেন।" ('মুসলিম কিতাবুল-বির-ওয়াস সালাহ', 'বাবু সাওয়াবুল মুমেনে ফিমা ইয়ুসিবুহু মিন মাযিন আও হুযনিন ; ২:১৮৩ পৃঃ)

(অবশিষ্টাংশ ৫-এর পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

সত্য নির্ণয়ের চিহ্নাবলী

"খোদাতায়ালার তরফ হইতে আগত ব্যক্তির কয়েকটি চিহ্ন থাকে. যেগুলির দ্বারা তাঁহার সত্যতা নির্ণীত হয়। প্রথমতঃ এই যে. তিনি পাক-পবিত্র শিক্ষা সহকারে আসেন। যদি তাঁহার শিক্ষাই অপবিত্র হয় তাহা হইলে তাহাকে কে গ্রহণ করিবে? দেখুন, আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিক্ষা কত পবিত্র! উহার মধ্যে লেশ-মাত্র সন্দেহ-সংশয়ের এবং কোন প্রকার শেরেক বা আল্লাহর সহিত অংশীবাদিতার অবকাশ নাই। দ্বিতীয়তঃ এই যে, তিনি বড় বড় নিদর্শন সহকারে আগমন করেন। এবং সে সকল নিদর্শন এরূপ উচ্চস্তরের হইয়া থাকে যে, সামগ্রিকভাবে দুনিয়াতে কেহ উহাদের মোকাবিলা করিতে পারে না। তৃতীয়তঃ এই যে, বিগত নবীগণের যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে সেগুলি তাঁহার উপর প্রযোজ্য ও সত্য প্রতিপন্ন হয়। চতুর্থতঃ এই যে, সেই সময়ে যুগের অবস্থা স্বয়ং স্পষ্টতঃ প্রকাশ করে যেন আল্লাহর কোন আদিষ্ট ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। পঞ্চম বিষয় এই যে, সত্য দাবীকারকের সাধুতা, সত্যবাদীতা, নিষ্ঠা, সরলতা, আন্তরিকতা, ধৈর্য ও দৃঢ়চিত্ততা এবং তকওয়া (আল্লাহভীরুতা) চূড়ান্ত পর্যায়ের হইয়া থাকে এবং তাঁহার মধ্যে এমন এক আকর্ষণী-শক্তি থাকে যদ্বারা তিনি অন্যান্যদিগকে নিজের দিকে আকর্ষিত করেন।

সমগ্র কুরআন মজিদে মোটামুটি এই সকল স্বতঃসিদ্ধ কথাই বর্ণিত আছে, যেগুলি দ্বারা আল্লাহর যে কোন আদিষ্ট ব্যক্তির সত্যতার সন্ধান পাওয়া যায়। এখন ঈমানের প্রয়োজন যে ব্যক্তির আছে, সে যেন এই পাঁচটি বিষয়ের দ্বারা আমাকে পরীক্ষা করে।"

(আল-হাকাম)

"আমি ঐকান্তিকভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে উপদেশ ও হিতাকাংখা স্বরূপ বিরুদ্ধবাদী উলামা এবং তাহাদের মতানুসারী লোকদিগকে বলিতেছি যে, গাল-মন্দ দেওয়া এবং কটু কথা বলা ভদ্রতার পরিচয় নয়। যদি আপনাদের ইহাই প্রকৃতি ও স্বভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা আপনাদের অভিরুচি। কিন্তু যদি আপনারা আমাকে মিথ্যাবাদী জ্ঞান করেন, তাহা হইলে আপনাদের এই অধিকারও তো আছে যে, মসজিদগুলিতে একত্রিত

হইয়া অথবা পৃথকভাবে একা একা আমার বিরুদ্ধে বদ-দোওয়া করেন এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমার বিনাশ ও ধ্বংস কামনা করেন। অতঃপর আমি যদি মিথ্যাবাদী হইয়া থাকি, তাহা হইলে নিশ্চয় আপনাদের সেই সকল দোওয়া কবুল হইবে। এবং বস্তুতঃ আপনারা সর্বদা এরূপ দোওয়া করিয়াও থাকেন, কিন্তু স্মরণ রাখিবেন যে, যদি দোওয়া করিতে করিতে আপনাদের জিহ্বায় ক্ষতও পড়িয়া যায় এবং ক্রন্দন করিয়া সেজদা করিতে করিতে আপনাদের নাসিকাও ক্ষর্ব হইয়া যায় এবং অশ্রু ঝরিতে ঝরিতে চক্ষের গর্তগুলি গলিয়া যায় এবং পলক সমূহ ঝরিয়া যায় এবং অধিক ক্রন্দনের ফলে দৃষ্টিশক্তিও লোপ পায় এবং পরিশেষে মস্তিস্ক শুন্য হইয়া মৃগির আক্রমণ হইতে থাকে অথবা মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে, তবুও আপনাদের সেই সকল দোওয়া কবুল হইবে না। কেননা আমি খোদার তরফ হইতে আসিয়াছি। যে ব্যক্তি আমার উপর বদ-দোওয়া করিবে, সেই দোওয়া তাহার উপরই পড়িবে। ব্যক্তি আমার সম্পর্কে ইহা বলে যে, তাহার উপর লা'নত বর্ষিত হউক, সেই লা'নত তাহার হৃদয়ে বর্ষিত হয়; কিন্তু সে উহার খবর রাখে না।" (আরবাইন ৩য় ও ৪র্থ খণ্ডের পরিষিষ্ট পৃঃ ৫—৬. ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯০০ইং প্রণীত)

অনুবাদ : মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

হাদিস শরীফের অবশিষ্টাংশ (৩-এর পাতার পর)

৫। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সল্লাম এক স্ত্রীলোকের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন। সে এক কবরের উপর বসিয়া রোদন করিতেছিল। তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: "আল্লাহতায়ালাকে ভয় কর এবং সবুর কর।" স্ত্রীলোকটি বলিল: "যাও দূর হও। তোমার পথ দেখ। যে বিপদ আমার ঘটিয়াছে, তাহা তোমার উপর উপস্থিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীলোকটি তাঁহাকে (সাঃ) চিনে নাই। সেইজন্যই ত তাহার মুখ হইতে এরূপ অশিষ্ট বাক্য বাহির হইয়াছিল। যখন তাহাকে বলা হইল যে ইনি ত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছিলেন, তখন সে ভয়াবিভূত হইল এবং তাঁহার (সাঃ) দরোজায় যাইয়া উপস্থিত হইল। সেখানে কোন দারবান ত ছিল না যে রোধ করিবে। সেইহেতু সে সোজা ভিতরে চলিয়া গেল। নিবেদন করিল: "হুজুর, আমি আপনাকে (সাঃ) চিনিতে পারি নাই।" তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: "প্রকৃত সবুর ত আঘাত লাগার প্রথম সময়েই হয়। নচেৎ শেষে ত সকলেই কান্নাকাটা করিবার পর ক্ষান্ত হইয়া থাকে।"

[হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত]

অনুবাদ :—**এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার**

জুমুয়ার খোৎবা

[১১ই জানুয়ারী, ১৯৮৫ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত]

তাশাহুদ, তায়াউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) সুরা ফাতিরের নিম্ন বর্ণিত ৯ ও ১০ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেন :

"আফামান জুইয়েনা লাহু সুয়ু আমালেহী হাসানা, ফাইন্নাল্লাহা ইয়যেল্লু মানইয়াশায়ু ওয়া ইয়াহ্‌দি মানইয়াসায়ু ফালা তাজহাব নাফছুকা আলাইহিম হাসারাতেন, ইন্নাল্লাহা আলিমুন বেমা ইয়াসনায়ুন। ওয়াল্লাহুল্লাযী আরসালার রিয়াহা ফাতুছিরু সাহাবান ফাসুক্‌নাহা ইলা বালাদেম মাইয়েতেন ফায়াহুইয়াইনা বিহিল আরদা বায়াদা মাওতেহা, কাযালেকান নুশুর।"

(অর্থ—"কাহাকেও যদি তাহার মন্দ কর্ম সুন্দর করিয়া দেখান হয় এবং সে ইহাকে উত্তম মনে করে, সে কি হেদায়েত লাভ করিতে পারে ?) স্মরণ রাখ যে আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন (অর্থাৎ ইহার উপযুক্ত দেখেন), তাহাকে ধ্বংস করিয়া দেন এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন (অর্থাৎ ইহার উপযুক্ত দেখেন) তাহাকে সাফল্যের পথ দেখাইয়া দেন। অতএব, উহাদিগের জন্য আক্ষেপ ও দুঃখ করিয়া তোমার প্রাণ যেন ধ্বংস না হয়। আল্লাহ উহাদের আমল খুব জানেন (অতএব খোদার শাস্তি আমল অনুযায়ী হয়। ইহা বিনা কারণে হয় না) এবং আল্লাহ তিনি, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন যাহা মেঘমালা উত্তোলিত করে ; অতঃপর আমি উহাকে একটি মৃত দেশের দিকে তাড়াইয়া লইয়া যাই এবং উহার মাধ্যমে জমীনকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করিয়া দেই। অনুরূপভাবে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের নিয়ম নির্ধারিত রহিয়াছে।'—অনুবাদক)

অতঃপর বলেন :

বিগত কয়েক বৎসর হইতে পাকিস্তানে কতিপয় অজ্ঞ মোল্লা এবং পাকিস্তান সরকার লক্ষ লক্ষ আহমদী মুসলমানকে অস্ত্রবলে ইসলাম হইতে বহিস্কার করার যে অপচেষ্টা চালাইয়া আসিতেছে, এখন এই অপচেষ্টা স্বীয় পরিণতির দিকে পৌঁছিতেছে। ইসলামের জন্য ইহা বড়ই দুর্ভাগ্যের যুগ। বিগত তেরশত বরং চৌদ্দশত বৎসর হইতে ইহার পূর্বে এই ঘটনাতো দৃষ্টিগোচর হইতেছে যে, কোন কোন মানুষ ইসলামের পয়গাম সঠিকরূপে বুঝে নাই। তাহারা ইসলামের জন্য ইহা জায়েয মনে করিয়াছে যে তলোয়ারের জোরে অমুসলমানদিগকে

মুসলমান বানানো যায় এবং তলোয়ারের জোরে কাহারো হৃদয়ে ঈমানও প্রবেশ করানো যায় না।

এই হতভাগ্য যুগ এক সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই যে ইসলামের পবিত্র নামের প্রতি বল প্রয়োগের ধারনা আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য মহান ও পবিত্র ছিল এই উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা খুবই ঘৃণ্য ও অপছন্দনীয় ছিল। কিন্তু যাহাহউক উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, ইসলামের নামকে সুউচ্চ করা হইবে এবং সারা বিশ্বে ইসলামকে বিস্তার করা হইবে। যদি যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে বিস্তার করা না যায়, তাহা হইলে তলোয়ারের জোরে বিস্তার করা হইবে এবং তৌহীদ কায়েম করা হইবে। যদি নিদর্শন ও ভালবাসার দ্বারা তৌহীদ কায়েম করা না যায়, তাহা হইলে বাহুবলে এবং দেহে বর্শা বিদীর্ণ করিয়াও যদি তৌহীদ হৃদয়ে প্রবেশ করানো যায় তবে তাহাই করিতে হইবে।

সুতরাং একটি অতি পবিত্র ও সুমহান উদ্দেশ্যের জন্য একটি মন্দ পন্থা অবলম্বন করার ইহা একটি অদ্ভুত দৃষ্টান্ত। ইহা হইতে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। কিন্তু, যাহা হউক আজিকার যুগে একটি সম্পূর্ণ নূতন ঘটনা আপনাদের চোখের সম্মুখে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। ইসলামের ইতিহাসে কোন ইসলামী সরকারের পক্ষ হইতে প্রথমবার এই চেষ্টা করা হইতেছে যে, তলোয়ারের জোরে মুসলমানদিগকে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) করা হইবে, তলোয়ারের জোরে হৃদয় হইতে ইসলামের ভালবাসা দূর করিয়া দেওয়া হইবে এবং তলোয়ারের জোরে কলেমা তাইয়েবার সহিত আত্মার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইবে।

এই বেদনাদায়ক ঘটনা ইতিপূর্বে কখনও ইসলাম জগতে ঘটে নাই। একটি কারবালাতো ছিল উহা, যখন হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র সন্তানদের উপর যারপর নাই জঘন্য জুলুম করা হইয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত মুসলিম জাহান এই ঘটনা স্মরণ করিয়া কাঁদে ও আহাজারি করে এবং বর্ত্তমানে একটি এই কারবালার যুগ চলিতেছে যে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পয়গামকে এবং ঐ মহান উদ্দেশ্যকে জবেহ্ করা হইতেছে, যেই উদ্দেশ্যের জন্য লক্ষ লক্ষ মুসলমান ঐ যুগেও জবেহ হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং আজও খোদাতায়ালার ফজলে আহমদীদের রূপ ধারণ করিয়া মুসলমানেরা প্রত্যেকটি কারবালা কবুল করিয়া লইবে। কিন্তু, কলেমার উপর কোন আঁচর লাগিতে দিবে না।

আপনারা ধারণা করুন যে, ভাবিকালের ঐতিহাসিকগণ কিভাবে এই সকল ঘটনাবলী দেখিবে এবং কিরূপ আশ্চর্য্যজনকভাবে এই সকল ঘটনা অবলোকন করিবে যে, একটি ইসলামী সরকার, তাহারা তলোয়ারের জোরেই আসিয়া থাকুক না কেন বা একনায়কত্বের মাধ্যমেই অধিষ্ঠিত হইয়া থাকুক না কেন, তাহারা নিজদিগকে ইসলামী সরকারতো বলিত এবং ঐ মোল্লারা, যাহারা ইসলামের তাৎপর্য্য ও সুক্ষ্ম তত্ত্বদর্শন সম্বন্ধে অজ্ঞতো ছিল, কিন্তু যাহারা নিজদিগকে ইসলামের প্রতিই আরোপ করিত, তাহারা কিভাবে এই ব্যাপারে ঝুঁকিয়া পড়িল এবং কলেমা তৌহীদকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করিল এবং নিজেদের সমস্ত শক্তি এই ব্যাপারে ব্যয় করিয়া দিল যে, কোন কোন মানুষকে কলেমার সহিত সম্পর্ক রাখিতে দিবে না এবং তাহাদের সাধ্যে যতদূর কুলায় কলেমা তৌহীদকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ছাড়িবে। এই ঘটনা একটি অভিনব ঘটনা। ইতিপূর্বে এইরূপ ঘটনা আর কখনো ঘটে নাই। অতএব বড়ই হতভাগ্য লোক তাহারা, যাহাদের নাম ইতিহাসে কলেমা নিশ্চিহ্নকারী বলিয়া লিপিবদ্ধ হইবে। ইহার পূর্বেও কলেমা নিশ্চহ্নকারীরা অতিবাহিত হইয়াছে। কিন্তু, তাহাদের মধ্যে এই চারিত্রিক শক্তি নিশ্চয়ই ছিল যে, তাহারা, বলিত যে আমরা কলেমার দুশমন এবং কলেমা বিধ্বংস করা আমাদের জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু, এই ধরণের মোনাফেক জাতি পূর্বে কখনো কেহ দেখে নাই যে, তাহারা কলেমার প্রতি ভালবাসর দাবী করিয়া কলেমা বিধ্বংস করা নিজেদের জীবনের লক্ষ্যে পরিণত করিয়াছে। কলেমার নামে একটি দেশ

কায়েম করা হইয়াছে। কলেমার দোহাই দিয়া লোকদের নিকট হইতে ভোট চাওয়া হইতেছে। কিন্তু কলেমা বিধ্বংস করা নিজেদের জীবনের লক্ষ্যে পরিণত করা হইয়াছে। এই ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে এইরূপ একটি স্ববিরোধী ও জঘন্য ঘটনা যে, চতুর্দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখুন, আপনারা কোথাও এই ধরণের ঘটনার ছায়াও দেখিতে পাইবেন না।

এই ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোন কোন সময় কোন কোন আহমদী এই কথা ভাবে এবং স্বাভাবিকভাবে তাহাদের এইরূপ ভাবনা বৈধ মনে হয় যে এই দুইটি ব্যাপারে এত স্ববিরোধ রহিয়াছে যে, ইহা হইতে পারে না যে একজন মানুষ প্রকৃতপক্ষে মোমেন এবং সে খোদা ও ইসলামের উপর ঈমান রাখে, কিন্তু সে এইরূপ ঘৃণ্য ক্রীয়া কলাপ করার ধারণাও করিতে পারে। অতএব তাহারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে যে, এই সকল লোকেরা সম্পূর্ণরূপে ও নিশ্চিতভাবে নাস্তিক এবং ইহারা কেবল ধোকাবাজ। ইহারা ইসলামের নাম নিজেদের মতলবে ব্যবহার করিতেছে। না ইসলামের সহিত ইহাদের সম্পর্ক রহিয়াছে; না খোদার সহিত ইহাদের সম্পর্ক রহিয়াছে। কিন্তু কোন ব্যক্তির প্রতি বা কোন দলের প্রতি এত বড় অভিযোগ আরোপ করা যে, তাহারা যে কথার দাবী করিতেছে, হৃদয়ে তাহারা ঐ কথা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে, ইসলাম এইরূপ দুঃসাহসিক অভিযোগ আনয়নেরও অনুমতি দান করে না। আমরা নিজেদের জন্যও ইহা পছন্দ করিনা এবং অন্য কাহারো জন্যও ইহা পছন্দ করিনা যে, তাহারা যেই দাবী করে উহার বিপরীত কোন দাবী তাহাদের প্রতি আরোপ করিয়া দেই, যদিও বুদ্ধি বিবেচনার দিক হইতে বাহ্যতঃ ইহাই প্রতিয়মান হয় যে এইরূপ লোক নিজেদের দাবীতে নিশ্চিতরূপে মিথ্যাবাদী। কেননা খোদার অস্তীত্বে বিশ্বাসকারীরা এইরূপ স্ববিরোধী পন্থা অবলম্বন করিতে পারেনা। ইহা অসম্ভব যে, কেহ কলেমার প্রতি ভালবাসার দাবীও করে এবং কলেমা বিধ্বংস করাকে স্বীয় জীবনের দৃঢ় সংকল্পগুলির অন্তর্ভুক্ত করে।

এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করার সময় কোরআন করীমের একটি আয়াতের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। তখন এই প্রশ্নের সমাধান পাওয়া গেল। ইহা ঐ আয়াত যাহা আমি আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করিয়াছি। 'আফামান জুইয়েয়না লাহু সুয়ু আমালেহী ফারায়াহু হাসানা' পৃথিবীতে এইরূপ কোন কোন বোকাও রহিয়াছে যাহারা খুবই ঘৃণ্য কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের আমল তাহাদের নিকট সুন্দর বলিয়া মনে হয়। 'জুইয়েয়না লাহু আমালুহু' তাহাদের আমলকে তাহাদের জন্য সুন্দর করিয়া দেখান হয় এবং তাহাদের আমল মনোমুগ্ধকর বলিয়া মনে হয়। 'ফারায়াহু হাসানা' তাহারা ইহাকে সুন্দর বলিয়া দেখিতে আরম্ভ করে। যদি আমরা মানব স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য করি এবং সাধারণ মানুষদের দিকে তাকাই তাহা হইলে আমরা এইরূপ (উপরোক্ত) ঘটনাও দেখিতে পাই। কিন্তু ইহা পাগলদের মধ্যেই দেখা যায়। অর্থাৎ প্রকৃত ঘটনা এই যে, কোন এক ব্যক্তি মনকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য কখনো ইহা বাছিয়া থাকে যে, আমার এই ঘর রাজ প্রাসাদের মত। আমি যে বস্ত্র পরিধান করিয়াছি, উহা রাজকীয় পোষাক। অথবা শিশুদিগকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য কেহ খোলামুচি (হাড়ি পাতিলের ভাংগা টুকরা) উঠাইয়া লইয়া উহাকে মুক্তা মানিকও বলিতে পারে। কিন্তু এই কথা সজ্ঞান ব্যক্তিরাও নিজেদেরকে ধোকা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে, বা অন্যদেরকে ধোকা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে। আমরা সাধারণভাবে প্রচলিত অর্থে বলিয়া থাকি যে, ইহাতো মনকে প্রবোধ দেওয়া মাত্র। ইহার মধ্যে কোন বাস্তবতা নাই। কিন্তু কোন কোন এইরূপ পাগলও আমরা দেখিয়াছি যে, আংগুলে লোহার তার বাঁধিয়া রাখিয়াছে এবং বলিতেছে যে, ইহা একজন রাণীর আংটি। ইহা আমার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা আমি উত্তরাধিকার সূত্রে আমার পিতৃপুরুষ হইতে লাভ করিয়াছি। কোন কোন পাগল পুরাতন ও শতছিন্ন কাপড় পরিয়া থাকে এবং উহাকে রাজকীয় পোষাক আখ্যায়িত করিয়া থাকে। মাথায় জীর্ণ শীর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত টুপি পড়িয়া বড়ই মান সম্ভ্রমের সহিত উহাতে হাত লাগাইয়া বলে যে, আমার মাথার উপর রাজমুকুট রহিয়াছে। একান্ত জীর্ণ শীর্ণ ও নোংরা অবস্থায় আপনারা এইরূপ পাগলও দেখিতে পাইবেন, যে বড়ই গর্বের সহিত এই ঘোষণা করিয়া

বেড়াইতেছে যে, আমি সমস্ত পৃথিবীর বাদশাহ এবং পৃথিবীর সব রাজমুকুট ও সাম্রাজ্য সমূহ ও তাহাদের সকল ধন রত্ন আমার অধিকারে দেওয়া হইয়াছে। অতএব পাগলামী এইরূপও হইয়া থাকে।

সুতরাং কোরআন করীম বলে যে, কোন কোন সময় ধর্মীয় উম্মাদনা এইরূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে এবং তোমরা এই কথা মনে করিও না যে, এই সকল লোকেরা মিথ্যাবাদী। বাহ্যত ইহা-দিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ এই অর্থে ইহারা মিথ্যাবাদী যে নিজেরা জানিয়া শুনিয়া ধোকা দিতেছে। বলা হইয়াছে, ইহারা নিজেরা এত পাগল হইয়া গিয়াছে যে, অত্যন্ত ঘৃণা কাজও ইহাদের নিকট সুন্দর মনে হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের কর্মফলের পরিণাম হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করা হইবে না। কোরআন করীমে এই ঘোষণা দেওয়া হইতেছে। অতএব এই জন্য ঐ সকল আহমদী, যাহারা এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জলদী করিতেছে যে, ইহারা (আহমদীয়াতের বিরুদ্ধা বাদীরা) কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ রূপে ধোকা দিতেছে এবং ইহারা কেবলমাত্র ইসলামের নাম ভাংগাইয়া ধোকা দিতেছে এবং ইহাদের হৃদয়ে ইসলামের কিছুই নাই, আমি তাহাদিগকে বলিতেছি যে এত বড় ফতোয়া ইহাদের বিরুদ্ধে আরোপ করিও না। এইজন্য তাহাদিগকে আমি এই কথা বলি কেননা হৃদয়ের অবস্থাতো আল্লাহই উত্তম জানেন। ইহাদের হৃদয়ের অবস্থা যিনি অবগত আছেন তিনি তাঁহার পাক কালামে আমাদিগকে সংবাদ দিতেছেন যে, কাহারো দাবীর ব্যাপারে তোমরা এই পর্যান্ত গিয়া ক্ষান্ত হও এবং ইহার অধিক অগ্রসর হইও না। হৃদয়ের অবস্থা আমি (আল্লাহতায়ালা) উত্তম জানি এবং আমি তোমাদিগকে সংবাদ দিতেছি যে, কোন কোন ধর্মীয় উম্মাদ এতই পাগল হয় যে, তাহারা নিতান্ত জঘণ্য ও ঘৃণ্য কাজ করে এবং তাহাদের আমলও অতি ভয়ংকর, কিন্তু তাহারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতার জন্য মনে করে যে তাহারা খুব ভাল কাজ করিতেছে।

সুতরাং ধর্ম জগতের ইতিহাসের প্রতি যখন আপনারা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন এবং সত্য ও মিথ্যার সংঘর্ষের ইতিহাস অধ্যয়ন করিবেন তখন উভয় পক্ষেই আপনারা এই ধরনের উম্মাদ দেখিতে পাইবেন এবং আপনারা এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিবেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যকে উম্মাদ আখ্যায়িত করিয়া থাকে। নবীগণের (আঃ) বিরুদ্ধবাদীরা তাঁহাদিগকে উম্মাদ বলিয়া থাকে। কিন্তু খোদা বলেন যে, নবীগণের (আঃ) বিরুদ্ধবাদীরা উম্মাদ! এই বিষয়টিকে কোরআন করীমে আল্লাহতায়ালা এইভাবেও বর্ণনা করেন "ওয়ায়েজা কিলা লাহুম আমেনু কামা আ'মানান নাছু কালু আনুমেনু কামা আ'মানহু ছুফাহায়ু আলা ইন্নাহুম হুমুছ ছুফাহায়ু, ওয়ালাকিন লাইয়ালামুন' যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে ঈমান আন যেভাবে অন্যেরা ঈমান আনিতেছে, তখন উত্তরে তাহারা বলে, "আমরা কি ঐভাবে ঈমান আনিব যেভাবে এই সকল বেকুব ও পাগলেরা ঈমান আনিতেছে?" 'কুল' তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা নিজেরাই উম্মাদ এবং তোমরা নিজেরাই পাগল। 'আলা ইন্নাহুম হুমুছ ছুফাহায়ু' খোদা এই এলান করিতেছেন যে, খবরদার, তাহারা নিজেরাই বেকুব ও উম্মাদ। কিন্তু তাহারা ইহা জানে না। অতএব এইখানেও 'লা ইয়ালামুন' বলিয়া তাহাদের দাবীকে এইভাবে মিথ্যা বলা হয় নাই যে, তাহারা মিথ্যা বলিতেছে। বরং ইহাই বলা হইয়াছে যে, তাহারা ধোকার মধ্যে নিমগ্ন

রহিয়াছে এবং তাহারা বড়ই বেকুব। কিন্তু তাহারা জানে না যে, তাহারা বেকুব। অতএব এইরূপ বেকুব, যে জানে না যে সে বেকুব, তাহার পরিণতি উহার চাইতেও অধিক মন্দ হইয়া থাকে, যে জানে যে সে একটি অন্যায় কাজ করিতেছে। উক্ত খারাপ পরিণতি হইতে সে কখনো এই জন্য বাঁচিতে পারে না যে, সে জানিত না যে সে বেকুব। বেকুবদের জ্ঞান একটি অত্যন্ত বড় বিপদ। নিজের অজ্ঞতা সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে উহা আরও অজ্ঞতা বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে। যাহারা সাদা সিদা ধরণের মানুষ হইয়া থাকে তাহারা কোন কোন সময় বুঝিতে পারে যে আমরা সাদাসিদা মানুষ। তাহারা ইহা স্বীকার করিয়া নেয় এবং বলিয়াও থাকে যে আমরা তো বেশী কিছু জানি না। আমরা যদি ভুল করিয়া ফেলি, তাহা হইলে ক্ষমা করিয়া দিও। আমরা যদি ভুল করি, আমাদিগকে সংশোধন করিয়া দিও। কিন্তু কোন কোন হতভাগা নিতান্ত বেকুব হইয়া থাকে এবং তাহারা নিজদিগকে খুবই চালাক মনে করিয়া থাকে। তাহাদের পরিণতি সর্বদা সাধারণ বেকুবদের তুলনায় খুব বেশী খারাপ হইয়া থাকে।

অতএব কোরআন করীম একটি মহান কিতাব। ইহা একটি আশ্চর্যজনক কেতাব। 'আলেমুল গায়েব ওয়াশ শাহাদাত' এর কালাম মানব হৃদয়ের এইরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টি রাখে এবং এইরূপ গোপন রহস্য সম্বন্ধে আমাদিগকে অবগত করে যে, হতবাক হইয়া যাইতে হয় এবং অন্তরাত্মা আনন্দে 'ওয়াহ্‌ওয়াহ্‌' করিয়া উঠে। কোন কোন ভ্রান্তি যাহা বড়ই বিপদজনক, উহা হইতেও ইহা আমাদিগকে রক্ষা করে। একদিকে আমরা বলি যে যখন আমরা কলেমা পড়ি এবং যখন আমরা বলি যে আমরা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রেমিক ও তাঁহার জন্য পাগল, তখন তোমাদের কি অধিকার আছে এই কথা বলার যে আমরা তাঁহার প্রেমিক ও পাগল নই? অন্যদিকে যাহারা নিজদিগকে ইসলামের ধ্বজাধারী বলিয়া দাবী করে, তাহাদের সম্বন্ধে তাড়াহুড়া করিয়া বলি যে তাহারা মিথ্যাবাদী এবং নাস্তিক এবং মুরতাদ ইত্যাদি এবং তাহাদের সম্বন্ধে এই কথাও বলি যে তাহাদের হৃদয়ে কিছুই নাই। অতএব আল্লাহ-তায়ালা বলেন, তাহাদের হৃদয়ে নিশ্চয়ই কিছু আছে। আমি তোমাদিগকে বলিয়া দিতেছি উহা কি।

তোমাদের কোন অধিকার নাই যে অন্যের দাবী অস্বীকার কর। কিন্তু মানব স্বভাবের রহস্য আমি তোমাদিগকে বুঝাইতেছি। ইহা বুঝিয়া লও এবং অতঃপর সঠিক কথা বল। তাহাদিগকে ইহা বল যে, তোমরা ঐ সকল হতভাগ্যদের অন্তর্ভুক্ত 'মান জুইয়্যেনা লাহু আমালুহু ফারায়াহু হাসানা' (যাহাদের মন্দ কর্ম তাহাদের নিকট সুন্দর করিয়া দেখান হয় এবং যাহারা ইহাকে উত্তম মনে করে)। তোমরা বড়ই বেকুব। তোমরা নোংরা আবর্জনার উপর বসিয়া রহিয়াছ। কিন্তু মনে কর যে তোমরা আতরের দোকান সাজাইয়া বসিয়াছ। শতছিন্ন ও নোংরা কাপড় পরিয়া রহিয়াছ। কিন্তু মনে করিতেছ যে রাজ পোষাক পরিয়াছ। তোমাদের মাথা ময়লা ও ধুলাবালি দ্বারা আচ্ছাদিত। তোমাদের চুল আলুথালু এবং শত দাগযুক্ত টুপী পরিয়া রহিয়াছ। কিন্তু মনে করিতেছ, তোমাদের মাথায় রাজ মুকুট রহিয়াছে। সুতরাং বলা হইয়াছে, ইহারা উপরোক্ত হতভাগ্যদের অন্তর্ভুক্ত। তোমরা ইহাদের সম্বন্ধে নিজেদের ফয়সালায় জলদী করিও না। আল্লাহ ইহাদের অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত রহিয়াছেন। ইহাদের পরিণাম ইহাই হইবে, যাহা হামেশাই এইরূপ উন্মাদদের পরিণাম হইয়া থাকে। পরিণামের খবর আজিব রংগে দেওয়া হইয়াছে। এইখানে এই আয়াতের অংশের পরে এই কথা বলা হয় নাই যে, ইহারা বড় মন্দ পরিণামের দিকে পৌঁছিবে। এই কথা বলা হয় নাই যে, ইহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে। বরং অকস্মাৎ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করিয়া আল্লাহতায়ালা বলেন, 'ফালা তাজহাব নাফছুকা আলাইহিম হাসরাতে' হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম! তোমার নফ্‌স (সত্তা) ইহাদের জন্য আক্ষেপ করিতে করিতে ধ্বংস না হইয়া যায়। ইহাদের এই সকল কর্মকান্ডের জন্য তুমি এত ভয়ংকর চিন্তাগ্রস্ত যে, তুমি নিজের কথা ভাব। তোমার জন্যই আমার ভাবনা। যাহা হউক, ইহারাতো ধ্বংস হইবে। ইহাদের ধ্বংসের চিন্তায় তুমি নিজেকে ধ্বংস করিতেছ।"

কত মহান কালাম! কিভাবে মধ্যকার একটি স্বাভাবিক পরিণামকে বাদ দিয়া হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ-তায়ালা তাঁহার প্রেম ও ভালবাসা প্রকাশ করিতেছেন এবং একটি আজিমুশশান দাবীর কথা বলিতেছেন। আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন, যখন আমি এই সমস্ত লোকদের সম্বন্ধে উল্লেখ করি তখন আমার এই বান্দা মোহাম্মদ (সাঃ) এই কথায় খুশী হয় না যে, ইহারা ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদিও স্বাভাবিক পরিণামের ফলে ইহারা ধ্বংস হইবে, তথাপি ইহাদের ধ্বংসের ব্যাপারে আমার এই বান্দা মারাত্মক কষ্ট অনুভব করে। অর্থাৎ এই প্রশ্নই উঠে না যে, ইহারা ধ্বংস হইবে না। ধ্বংসতো ইহাদের অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বলা হইয়াছে, আমার এই বান্দা মোহাম্মদ (সাঃ) এর অবস্থা এই যে, ইহাদের ধ্বংসের কথা ভাবিলেই সে চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং তাঁহার হৃদয়ে আক্ষেপের তরংগ উঠে, "হায়, ইহারা কি ভাবে বুঝিবে, হায়, ইহারা যদি ধবংসের দিকে এইভাবে অগ্রসর না হইত যেভাবে জন্তু জানোয়ার পথ হারাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ধ্বংসের গহ্বরের দিকে ছুটিতে থাকে।" কিন্তু সংগে সংগে পরবর্ত্তী আয়াতে একটি অতি সূক্ষ্ম ইংগিতও এই কথার প্রতি করা হইয়াছে যে, ইহা জরুরী নয় যে ইহারা ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং ইহারা হেদায়েত লাভ করিবে না। যেমন প্রথম আয়াতে বলা হইয়াছিল, 'ইন্নাল্লাহা ইয়ুযেল্ল মানইয়াশায়ু' পরে একটি সুসংবাদ দান করা হইয়াছে, বলা হইয়াছে, হইতে পারে যে ইহাদিগকে বাঁচানো হইবে। অর্থাৎ এই অর্থে বাঁচানো হইবে যে, ইহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিতে পারিবে এবং তাহারা তাহাদের বেকুবী হইতে বিরত হইবে এবং তাহারা ধ্বংসের পথে চলা বন্ধ করিবে। অতএব বলা হইয়াছে, 'ওয়াল্লাহুল লাজী আরসালার রিয়াহা ফাতুছিরু সাহাবান ফাসুকনাহু ইলা বালাদেম মাইয়েয়তেন ফায়াহইয়াইনা বিহিল আরদা বায়াদা মাওতেহা, কাজালেকা নুশুর' হে মোহাম্মদ (সাঃ)! আমি তোমার হৃদয়ের অবস্থা সম্বন্ধে খুব জ্ঞাত আছি এবং তোমার হৃদয়ে যে আক্ষেপ রহিয়াছে উহাকে আমি এই ভাবে কবুল করিয়াছি এবং উহা আমি এই ভাবে দূর করিব যে. আমি তোমাকে বলিতেছি, কোন কোন সময় এইরূপ হয় যে, পানির অভাবে একটি শহর বা একটি বস্তি মরিয়া যায় এবং উহাতে জীবনের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। অতঃপর আল্লাহতায়ালা রহমতের হাওয়া চালাইয়া দেন এবং এই রহমতের হাওয়ার ফলশ্রুতিতে আকাশে মেঘ উঠিয়া এই বস্তির দিকে অগ্রসর হয়। 'সুক্‌নাহু ইলা বালাদেম মাইয়েয়তেন' আমি ইহার গতি এই মৃত বস্তির দিকে ফিরাইয়া দেই। এই হাওয়া ও রহমতের মেঘ দ্বারা 'ফায়াহইয়াইনা বিহিল আরদা বায়াদা মাওতেহা' (জমীনকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করিয়া দেই)। অতঃপর ঐ এলাকা যাহার অদৃষ্টে আমি জীবন লিপিবদ্ধ করিয়াছি এবং যাহাকে আমি আমার রহমত দ্বারা পুনরায় জীবিত করার ফয়সালা গ্রহণ করিয়াছি, উহাতে মেঘ উড়িয়া বেড়ায় এবং দেখিতে দেখিতে তোমা-দের দৃষ্টির সম্মুখে এই অদ্ভুত অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় যে, ঐ সকল লোক জীবিত

হইয়া উঠে এবং শত বর্ষ কাল ধরিয়া যাহারা কবরে পড়িয়া রহিয়াছিল তাহারা আল্লাহ-তায়ালার তরফ হইতে নুতন জীবন লাভ করিয়া কবর হইতে বাহির হইতে আরম্ভ করে। বলা হইয়াছে, 'কাজালেকান নুশুর' এইভাবে মৃত ব্যক্তিদের পুনরুত্থান হইবে। আমি তোমার নিকট এই ওয়াদা করিতেছি।

ইহা আজীমুশশান প্রেম ও ভালবাসার অভিব্যক্তি। কিরূপে প্রীতিভরে সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছে যে, আমি তোমাকে বলিতেছি যে দুঃখ করিও না। ইহা এই জন্য নয় যে, ইহাদিগকে মরিতে দাও এবং ইহাদের জন্য দুঃখ করিও না। বরং আমি ইহা বলিতে চাই যে, আমি তোমার গিরিয়াজারী (কাকুতি মিনতি) শুনিয়াছি, তোমার অন্তরের দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছি এবং উহাকে কবুলিয়তের মর্য্যাদা দান করিয়াছি এবং আমি তোমার সহিত ওয়াদা করিতেছি যে, মৃতদিগকে জীবিত করার শক্তি রাখি। প্রকৃতপক্ষে তোমার হৃদয়ের আক্ষেপের ফল-শ্রুতিতে আমি রহমতের বৃষ্টি ইহাদের উপর বর্ষণ করিব। অতএব আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে জীবনের ব্যবস্থাপত্রও এতদসংগে বলিয়া দিয়াছেন এবং জাতির চরিত্রের বৈশিষ্টও বিশ্লেষণ করিয়া দিয়াছেন এবং সঠিক পন্থাও বলিয়া দিয়াছেন, কিভাবে তোমরা এই জাতিকে সাহায্য করিতে পার।

অতএব আহমদীয়া জামাতের জন্যও কোন হতাশার কারণ নাই। 'লা তাকনাতু মিন রহমতউল্লাহ, লা তাকনাতু মিন রোইল্লাহ্' তোমরা কখনও স্বীয় রবে'র রহমত হইতে হতাশ হইও না এবং কখনো হৃদয়ে এই ধারণা আনিও না যে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এবং এখন এই জাতির রক্ষা পাওয়ার আর কোন আশা বাকী নাই। যে সমস্ত লোক এই জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে জলদি করে, তাহারা খুব বড় বড় সাফল্য হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়। অতএব শেষ মুহূর্ত পর্যান্ত নিজেদের প্রচেষ্টাকে জারী রাখা মোমেনের কর্ত্তব্য। তাহারা কখনো নিজেদের আশা আকাংখা পরিত্যাগ করিবে না এবং দোওয়া ও সবুরের মাধ্যমে ও সদুপদেশের মাধ্যমে নিজেদের দায়িত্ব শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত পালন করিয়া যাইবে, যেমন উত্তম সৈনিক সে, যে শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে করিতে যুদ্ধের ময়দানে মারা যায়। অতঃপর তাহার মৃত্যুও জীবনে পরিণত হয় এবং তাহার জীবনও জীবন হইয়া থাকে।

অতএব ঐশী জামাতেরও ইহাই মহিমা যে, তাহারা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিজেদের পয়গাম পেঁাছাইতে অবহেলা প্রদর্শন করে না। তাহারা নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে থাকে এবং তাহারা এই কথার কোন পরোয়া করে না যে, তাহাদের প্রত্যেকে ঐ মহান ফল দেখিয়া যাইতে পারিবে, যে ফলের ওয়াদা তাহাদের সহিত করা হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান যুগে আহমদীয়া জামাতের কর্ত্তব্য এই যে, সমগ্র বিশ্বে কলেমা তৌহীদের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ও উহাকে সমুন্নত করার জন্য তাহারা নিজেদের সত্তার প্রতিটি অনু-পরমাণু নিয়োজিত করিবে। তাহারা সদা সর্বদা কলেমা আবৃতি করিবে। তাহারা আল্লাহ-

তায়ালার তৌহীদের মহিমা কীর্ত্তন করিবে। তাহারা হযরত আকদাস্ মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর অগণিত দরূদ পেঁৌছাইবে এবং তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজেদের প্রচেষ্টাকে আরো জোরদার করিবে। ইহাই জবাব। যখন কার্য্যতঃ আমরা কলেমার প্রতি ভালবাসা এইভাবে প্রদর্শন করিব যে, যদি আমাদের নিকট হইতে কলেমা ছিনাইয়া নেওয়ার জন্য এক জায়গায় চেষ্টা করা হয়, তাহাহইলে সব জায়গায় আমরা কলেমার ধ্বজা সমুন্নত করিয়া এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিব। যদি এই সমস্ত লোকদের জন্য আমাদের হৃদয়ে প্রকৃতপক্ষে আক্ষেপ থাকে, তাহা হইলে ইহাদের নাপাক প্রচেষ্টার দরূনত আমাদের কষ্ট হইবে, কিন্তু ইহাদের ধ্বংসের দরূন তবুও আমরা আক্ষেপই করিব। যদি আমরা এই পবিত্র আবেগ লালন করি এবং মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এই সুন্নতকে জিন্দা করি, তাহাহইলে আপনারা বিশ্বাস করুন যে, যাহারা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নতকে জিন্দা করে, খোদা তাহাদিগকে কখনো মরিতে দেন না। আপনাদের সহিতও এই আচরণই করা হইবে।

ইহা অদ্ভূত যুগ। এই দেশে (পাকিস্তানে) একটার পর একটা স্ববিরোধিতা বাড়িয়াই চলিয়াছে। তাহারা কিছু বুঝিতেই পারিতেছে না যে, তাহারা কি বলিতেছে এবং কি করিতেছে। কয়েকদিন পূর্বে এই এলান করা হইয়াছিল যে, এই দেশে অর্থাৎ পাকিস্তানে মোশরেকদের (মুর্ত্তিপূজারীদের) জন্য কোন জায়গা নাই। সম্পূর্ণ হক কথা। যে দেশকে কলেমা তৌহীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, সেই দেশে মোশরেকদের কোন জায়গা থাকা উচিত নয়। কিন্তু মোশরেক কে? যাহারা কলেমার জন্য জীবন দিতেছে তাহারা মোশরেক, না যাহারা কলেমা নিশ্চিহ্ন করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে—তাহারা মোশরেক? মোশরেক দুই প্রকারের হইয়া থাকে। কোন কোন মোশরেক মুর্ত্তি তৈয়ার করে এবং উহার পূজা করে। তাহারা নিজেদের নফ্‌সের ইচ্ছা ও বাসনাকে খোদা বানাইয়া লয় এবং ঐগুলির উপাসনা করে। কিন্তু তাহারা নিজেদের কাজে মনোযোগ দেয়। এই সমস্ত লোকেরাও অনিবার্য্যরূপে খোদার অভিসম্পাতের যোগ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু কোন কোন হতভাগ্য মোশরেক এমন ধরণেরও হইয়া থাকে, যাহারা শেরেকের চরম পর্য্যায়ে পেঁৌছিয়া যায়। তাহারা কেবল মুর্ত্তির উপাসনাই করে না, তাহারা কেবল নিজদিগকে খোদা বনানোর প্রচেষ্টাই করেনা, বরং তাহারা সত্য খোদার সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়। তাহারা কলেমা তৌহীদকে সহ্য করিতে পারে না এবং তাহারা নিজেদের সর্ব প্রচেষ্টা এই কাজে নিয়োজিত করে যে, কিভাবে কলেমা তৌহীদকে বিধ্বংস করা যায়। এইরূপ মোশরেকদের অবস্থা পূর্বোক্ত মোশরেকদের চাইতেও মন্দ হইয়া থাকে।

অতএব আজ এই অদ্ভূত ঘটনা সংঘটিত হইতেছে যে, তৌহিদের নামে কলেমার হেফাজতের কাজতো আমাদের (আহমদীদের) উপর সোপর্দ করা হইয়াছে এবং কলেমা বিধ্বংস করার কাজ তাহারা নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করিয়াছে। বিপুল সংখ্যায় এইরূপ ঘটনা

পরিদৃষ্ট হইতেছে যে, সরকারের চাপে পড়িয়া সরকারের কর্মচারীরা বলপূর্বক আহমদীদের মসজিদ ও আহমদীদের বাসগৃহ হইতে কলেমা মুছিয়া ফেলিতেছে। বরং এখনতো দোকানেও কোথাও যদি কলেমা চোখে পড়ে, তাহা হইলে সরকারী কর্মচারীরা সেখানে পৌঁছিয়া যায় এবং তাহারা বলে যে 'আমরা মজবুর, আমাদের খোদার হুকুম এই যে কলেমা নিশ্চিহ্ন করিয়াই ছাড়।' অবশ্য তাহারা এই কথা বলে না যে, ইহা আমাদের খোদার হুকুম। কিন্তু তাহারা এই কথা বলে যে আমরা মজবুর। আমাদের রোজগার আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছে। আমাদের প্রতি আমাদের সরকারী কর্তৃপক্ষের হুকুম এই যে, কলেমা নিশ্চিহ্ন করিতে থাক। অন্য কথায় তাহারা ইহাই বলিতে চায় যে, তোমাদের (আহমদীদের) রোজগারের মালিক খোদা, কিন্তু আমাদের রোজগারের মালিক তো সরকারী কর্তৃপক্ষ, যাহাদের হুকুমের চুল পরিমাণ নড়চড় আমরা করিতে পারি না। তাহারা আমাদিগকে কলেমা বিধ্বংস করিতে বলে। তাই আমরা কলেমা বিধ্বংস করিতেছি। অতএব আমরা এই সরকারের আনুগত্যের বাহিরে যাইব না। ইহা একটি অদ্ভুত ফয়সালা। ইহা একটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক ফয়সালা। কিন্তু ফয়সালা ইহাই এবং অধিকাংশ স্থানে এইরূপই হইতেছে।

এইরূপ অতি কম ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে যেখানে অবশেষে সরকারী কর্মচারীরা খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করিয়া দিয়াছে যে, "ঠিক আছে, যদি ব্যাপার ইহাই হয়, তবে সরকার যাহা মর্জি করিতে পারে। আমরা ফিরিয়া যাইতেছি। আমরা এই কলেমা নিশ্চিহ্ন করিব না। অন্য কাহাকেও পাঠাইয়া দাও এবং আমাদিগকে বিদায় করিয়া দাও।" আল্লাহ্-তায়ালার ফজলে পাকিস্তানে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু এইরূপ ঘটনার সংখ্যা অল্প। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যায় সরকারী কর্মচারীরা কলেমা নিশ্চিহ্ন করা একটি মন্দ কাজ জানিয়াও, ইহা একটি ঘৃণ্য কাজ জানিয়াও, ইহা একটি শয়তানী কাজ জানিয়াও এবং ইহা একটি মোশরেকী কাজ জানিয়াও, তাহারা সরকারের চাপে বাধ্য হইয়া অথবা তাহাদের রোজগারের কল্পিত হেফাজতের জন্য তাহারা এই মন্দ কাজে নিয়োজিত হইয়া যায়। ইহা একটি অদ্ভুত সরকার, যাহারা বাহ্যতঃ এই কথা বলিতেছে যে, মোশরেকদের এইখানে কোন জায়গা নাই, কিন্তু তাহারা সমগ্র জাতিকে মোশরেক বানাইতেছে। যখন অবস্থা এইরূপ যে, সরকারী কর্তৃপক্ষের হুকুমের ফলে মানুষ কলেমা তৌহিদ বিধ্বংস করিতেও মজবুর হইয়া যায়, তখন ইহার চাইতে অধিক বড় শেরেক আর কি হইতে পারে?

যখন এই বিষয়ে আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তখন ইসলামের ইতিহাসের একটি অদ্ভুত ঘটনা আমাদের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। উক্ত ঘটনা এই যে—আরবের উপর হামলা করিয়া ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার জন্য পারস্য সরকার খুব বড় একটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত করিতে শুরু করিয়াছিল। ঐ সময়ে পারস্যের সম্রাট ছিল ইয়াজদগার। সে রুস্তমের উপর এই দায়িত্ব অর্পন করিয়াছিল। রুস্তম তাহার পালোয়ানীর জন্য একটি প্রবাদে পরিণত হইয়াছিল। সে একটি বড় সেনাবাহিনী প্রস্তুত করিতেছিল। এই সংবাদ যখন হযরত সায়াদ

বিন ওককাস (রাঃ) হযরত উমর রাজিয়াল্লাহুতায়ালা আনহুর খেদমতে প্রেরণ করিলেন, তখন হযরত উমর (রাঃ) উত্তরে এই কথা বলিলেন যে, "তোমাদের ভীত হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। তোমরা সম্রাটের দরবারে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ কর এবং তাহাকে সমস্ত পরিস্থিতি সম্বন্ধে জ্ঞাত কর এবং তাহাকে বল যে, ইসলামের নির্দেশ এই। কিন্তু যখন বলপূর্বক ইসলামকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হইয়াছে তখন আমরা খোদাতায়ালার অনুমতিতে প্রতিউত্তর প্রদান করিয়াছি এবং আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে ঐ সকল এলাকায় বিজয় দান করিয়াছেন। সুতরাং ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম। ইহা খোদার তৌহীদের পতাকাধারী ধর্ম। বিনা কারণে ইহার সহিত দুশমনী করার তোমাদের কোন প্রয়োজন নাই। যাহাহউক উক্ত প্রতিনিধিদল পারস্য সম্রাটের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল। একটি রেওয়াত অনুযায়ী এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দান করিয়াছিলেন হাছেম বিন উমর এবং তাঁহার সংগে নোমান বিন মকরান, আসয়াছ বিন কায়েস, কায়েম বিন জুরারা এবং আমর বিন মায়াদী করব প্রভৃতি এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন।

সম্রাটের দরবারে যখন উক্ত প্রতিনিধিদল পেঁাছিলেন এবং আলাপ আলোচনা শুরু হইল, তখন প্রথমে সম্রাট ইয়াজদগর ভয় দেখাইতে ও ধমকাইতে চেষ্টা করিলেন এবং বলিলেন, "তোমাদের মন্দ পরিণাম এই ভাবে হইবে যেইভাবে ইহার পূর্বে আরবের জাহেল গোত্রগুলির পরিণাম হইত। তাহা হইলে তোমরা তোমাদের ইতিহাস জানিতে পারিবে যে, কিভাবে বার বার আমার পূর্বের সম্রাটগণ এইরূপে জাহেল বিদ্রোহীদিগকে মারাত্মক শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব তোমরা তোমাদের পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তা কর এবং হুঁশে আস এবং এই সকল ব্যাপার হইতে বিরত হও। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, ইহার বিনিময়ে আমি তোমাদের জন্য একজন কোমল-হৃদয় বাদশাহ নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। যদি তোমরা আমার শর্ত মানিয়া নাও, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে একজন কোমলহৃদয় বাদশাহ প্রদান করিব, যিনি তোমাদের প্রতি সর্ব প্রকারের খেয়াল রাখিবেন। যদি তোমরা ক্ষুধার্ত হও আমি তোমাদের জন্য উপার্জনের উপকরণের ব্যবস্থাও করিয়া দিতেছি। যদি তোমরা বস্ত্রহীন হও আমি তোমাদের জন্য বস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিব। কিন্তু ইসলামের নামে এই যে রাজ্য স্থাপন করিয়াছ, ইহার চিন্তা তোমাদের হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেল। এই রাজ্য এখন আমার সাম্রাজ্যে থাকিতে পারে না।" ইহার উত্তরে তাহাদের মধ্য হইতে একজন প্রতিনিধি কহিলেন (ইনি হাছেম বিন উমরতো ছিলেন না। ইনি অন্য একজন প্রতিনিধি ছিলেন। ইনি ছিলেন কায়েস বিন জুয়ারা। তিনি উত্তর দেওয়ার জন্য অনুমতি গ্রহণ করিলেন)। তিনি বলিলেন, "ব্যাপার এই যে আমরাতো পবিত্র ধর্মের লোক এবং তুমি আরববাসীদের সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছ ঐগুলি আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু ঐযুগ চলিয়া গিয়াছে, যখন আরবরা জাহেল ও বেদুঈন ছিল এবং যখন তাহারা নফ্‌সের তাড়নায় যুদ্ধ বিগ্রহ করিত। এখনতো একটি অদ্ভুত আধ্যাত্মিক বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে। এখন আমরা পূর্বের মানুষ নই। অতএব তুমি হুঁশে আস এবং চিন্তা কর তুমি কাহাদেরকে সম্বোধন করিতেছ। এখনতো আমাদের মধ্যে খোদার এইরূপে একজন পয়গম্বরের আবির্ভাব ঘটিয়াছে যিনি আমাদের চেহারা পাল্টাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং আমরা আর সেই পূর্বের জাতি নই, যাহাদিগকে তুমি আজ হীন ও হতমান করিতে চাহিতেছ। আমরা এখন একটি নূতন জাতি যাহাদিগকে আল্লাহতায়ালা বিজয়ের পর বিজয় দান করেন। অতএব আমাদের পরিণামের জন্য পেরেশান না হইয়া তুমি নিজের পরিণামের চিন্তা কর।" ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, এই উত্তর শুনিয়া সম্রাট কিছুক্ষণ পর্যন্ত ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন এবং নিজের ঠোঁট

চিবাইতে লাগিলেন ও ভয়ংকর ক্রোধের দরুন তাহার মুখ হইতে কোন উত্তর বাহির হইতেছিল না। অবশেষে তিনি স্বীয় কর্মচারীকে বলিলেন যে, একটি ঝুড়িতে মাটি ভরিয়া লও। যখন মাটির ঝুড়ি দরবারে পেঁাছিল তখন তিনি তাহাদিগকে (মুসলিম প্রতিনিধি দলকে) সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, "শুন, তোমাদের আমীর, যে নামেই তোমরা তাহাকে সম্বোধন কর না কেন, তাহার নিকট গিয়া আমার এই পয়গাম পেঁাছিইয়া দাও যে, যদি পারস্যের ইতিহাসে এই নিষেধ না থাকিত এবং আমার পূর্বপুরুষেরমান-সম্ভ্রমের প্রশ্ন না থাকিত, যাহারা কখনো কোন দূতকে হত্যা করে নাই, তাহা হইলে আমি তোমাদের সকলকে হত্যা করিতাম। কিন্তু যেহেতু আমি আমার পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যের সম্মান করি, অতএব আমি এই কাজ করিব না। কিন্তু তোমাদের অদৃষ্টে এই মাটি ছাড়া আর কিছুই নাই। এই মাটিই আমি তোমাদের সংগে প্রেরণ করিতেছি। অতঃপর তোমাদের পরিণাম এই হইবে যে, তোমাদিগকে শায়েস্তা করার জন্য আমি রুস্তমকে প্রেরণ করিব এবং সে তোমাদের সকলকে কাদেসিয়ার পরিখায় (গর্ত্তে) দাফন করিবে এবং আরবভূমিকে সাবুরের ন্যায় পয়মাল করিয়া দিবে এবং সেইস্থান হইতে জীবনের নাম ও নিশান মুছিয়া ফেলিবে। ইহাই আমার উত্তর এবং আমার এই উত্তর লইয়া তোমরা রওনা হও।"

একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমর বিন মায়াদী করব উক্ত ঝুড়ি হইতে মাটি নিজের চাদরে ঢালিয়া দিলেন, যাহাতে সহজে এই মাটি সংগে করিয়া লইয়া যাওয়া যায় এবং ঐ মাটি লইয়া নারায়ে তকবীর ধ্বনি দিয়া তাহারা সেইস্থান হইতে রওনা হইলেন। যাইতে যাইতে তাহারা বলিলেন, "আলহামদুলিল্লাহ, সম্রাট স্বয়ং নিজ হাতে তাহার পারস্য ভূমি আমাদের নিকট সোপর্দ করিলেন।" প্রথমেতো সম্রাট খুবই অবাক হইলেন যে, ইহারা কি ধরণের পাগল। তিনি রুস্তমকে সম্বোধন করিয়া ইহাই বলিলেন যে, "আমি আরবদের চাইতে অধিক বর্বর ও পাগল আর দেখি নাই। অপমান ও লাঞ্ছিত করিয়া এবং মাথায় মাটি তুলিয়া দিয়া আমি ইহাদিগকে ফেরত পাঠাইতেছি। কিন্তু ইহারা নারা ধ্বনি তুলিয়া এইভাবে যাইতেছে, যেন কোন দেশ জয় করিয়া ফেলিয়াছে।" যেহেতু তাহারা মোশরেক ছিল এবং তাহাদের মধ্যে আত্মম্ভরিতা ছিল, অতএব রুস্তম তাহাকে বুঝাইল যে, "সম্রাট, ব্যাপারটা তাহা নয়। ইহারা তো একটি অশুভ কথা বলিয়া গিয়াছে এবং সেই অশুভ কথাটি এই যে আপনি নিজ হাতে নিজের দেশের মাটি ইহাদের নিকট সোপর্দ করিয়া দিলেন এবং নিজ ভূমি ইহাদের হাতে তুলিয়া দিলেন। এই কারণে ইহারা খুশী হইয়া চলিয়া যাইতেছে। আমিতো দেখিতেছি ইহারা বড়ই চালাক।" কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী বাদশাহ তাহাদের পশ্চাতে লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ইহাদের তেজী ঘোড়া তাহাদিগকে ধরিতে পারিল না। ইহারা পূর্বেই তাহার নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। অতএব কোন কোন সময় অজ্ঞতার দরুন কোন ব্যক্তি এইরূপ কথাও বলিয়া ফেলে, যাহাদিগকে সে দুশমন মনে করে উহা তাহাদের জন্য শুভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

অতএব যদি একটি মাটির ঝুড়ি একটি শুভ পরিণাম বহিয়া আনিতে পারে, তাহাহইলে আমাদের মাথায় কলেমা হেফাজতের যে ঝুড়ি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এই জিম্মাদারী অর্পন করা হইয়াছে, ইহার চাইতে অধিক শুভ পরিণাম আর কি হইতে পারে? খোদার কসম, পারস্য সম্রাটের মাটিতো কলেমার হেফাজতের এই জিম্মাদারীর তুলনায় কোন মর্য্যাদাই রাখে না। এই শুভ পরিণাম ইহার চাইতে সহস্রগুণ ও লক্ষগুণ অধিক বড়। আজ খোদার তকদীর

কলেমার হেফাজতের কাজ আমাদের নিকট সোপর্দ করিয়া দিয়াছে, আমাদের নিকট সোপর্দ করিয়া দিয়াছে এবং আমাদের নিকট সোপর্দ করিয়া দিয়াছে এবং কলেমা বিধ্বংস করার নাপাক ও জঘন্য কাজ তোমাদের নিকট সোপর্দ করিয়াছে। কিন্তু আমরা এই ফয়সালা করিয়া ফেলিয়াছি এবং খোদার কসম, আমাদের বৃদ্ধ ও শিশু এবং আমাদের সকল নারী ও যুবক এবং সকল অল্প বয়স্ক ব্যক্তি এই প্রতিজ্ঞায় সদা সর্বদা অটল থাকিবে যে, আমরা কলেমা তৌহিদের হেফাজত করিব এবং কলেমা তৌহীদকে নিশ্চিহ্ন হইতে দিব না। বাহ্যিকভাবেও কলেমা তৌহিদ নিশ্চিহ্ন হইতে দিব না এবং আভ্যন্তরিণভাবেও নিশ্চিহ্ন হইতে দিবনা। কেহ আমাদের নিকট হইতে কলেমার সহিত সম্পর্কের অধিকার ছিনাইয়া নিতে পারে না। আমরা ইহা পছন্দ করিব যে আমাদের অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হউক, কিন্তু ইহা পছন্দ করিবনা যে কলেমা তৌহীদকে পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হউক। ইহাতো আমাদের পছন্দের কথা। কিন্তু খোদার পছন্দ অন্য কিছু।

খোদার পছন্দ এই যে কলেমার হেফাজতের জন্য যাহারা নিজেদের নফসকে বিলীন করিয়া দেয় এবং নিজেদের সত্ত্বাকে বিলুপ্ত করিয়া দেয় তাহাদিগকে কখনো পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হয় না। কিন্তু সর্বদা ঐ সমস্ত লোককে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়, যাহারা খোদার তৌহিদের উপর হস্তক্ষেপ করে এবং খোদার তৌহিদকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়। অতএব উহা তোমাদের অদৃষ্ট এবং ইহা আমাদের অদৃষ্ট। কিন্তু এতদসত্বেও আমাদের হৃদয়ে তোমাদের জন্য আক্ষেপ রহিয়াছে এবং আমাদের দোওয়া ইহাই যে, হে খোদা! তুমি মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র হৃদয়ের বেদনাভরা আক্ষেপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পাপকে ঐ রহমতের মেঘে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছিল, যাহা মৃত বস্তির দিকে রওনা হইয়াছিল এবং রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া জীবন সঞ্চার করিয়াছিল। হে খোদা! আমরা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিনীত দাস। তুমি আমাদের প্রতিও ঐ একইরূপ করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং আমাদের হৃদয়ের আক্ষেপকেও আমাদের জাতির জন্য রহমতের মেঘে পরিবর্ত্তিত করিয়া দাও এবং আমাদের হৃদয়ের প্রতি বিন্দু রক্তের বিনিময়ে এই মৃত বস্তিকে জীবিত করিয়া দাও, যাহাতে কলেমা তৌহিদের নারায় সমগ্র দেশ এইভাবে মুখরিত হইয়া উঠে যে, অতঃপর যেন— ইহাদের অদৃষ্টে কখনো মৃত্যু না আসে এবং ইহারা যেন সদাসর্বদা প্রসার লাভ করিতে থাকে এবং সমগ্র বিশ্বে এই আওয়াজ যেন জয়যুক্ত হইতে থাকে। খোদা করুন যেন এমনই হয়। আমীন।

(সাপ্তাহিক বদর, ২৫শে এপ্রিল, ১৯৮৫ইং)

অনুবাদ : জনাব **নজির আহমদ ভুঁইয়া**

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর পক্ষ থেকে জামাতের নামে প্রেরিত

ঈদ মোবারক ও পবিত্র পয়গাম

বিগত ১৭ই জুন '৮৫ তারিখে লণ্ডন থেকে প্রেরিত আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর "ঈদ মোবারক ও পবিত্র পয়গাম" সকলের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হলো :—

Anjuman Ahmadiyya
4, Bakshi Bazar Road
Dhaka.

Assalamo Alaikum and EID MUBARAK with profound love to all brothers sisters and children. Allah bless you and grant me the bless of seeing our happiness. May Allah remove the suffering of those afflicted in His cause. May He shower choicest blessings upon our martyrs and their bereaved Families, upon our prisoners and those yearning for their return. May Allah show us the grand Eid of Islam and eternal victory. I love you so much.

MIRZA TAHIR AHMAD
KHLIFATUL MASIH

অনুবাদ ঃ-

জামাতের সকল ভাইবোন ও শিশুদের প্রতি আমার 'আসসালামো আলাইকুম' ও 'ঈদ মোবারক' এবং তৎসংগে আন্তরিক প্রীতি ও ভালবাসা। আল্লাহতায়ালা আপনাদের কল্যাণমন্ডিত করুন এবং তিনি আমাকে আপনাদের আনন্দ ও সুখ-শান্তি দেখার সৌভাগ্য দিন। আল্লাহতায়ালার পথে নিপীড়িত ভাইদের দুঃখমোচন করুন এবং আমাদের শহীদানদের ও তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের উপর এবং যে সকল ভ্রাতা আহমদীয়াত তথা ইসলামের জন্য কারারুদ্ধ অবস্থায় মুক্তির দিন গুণছেন—তাদের সকলের প্রতি আল্লাহতায়ালা অশেষ রহমত বর্ষণ করুন। আল্লহতায়ালা আমাদেরকে ইসলামের মহান ঈদ ও চিরস্থায়ী বিজয়ের দিন দেখার সৌভাগ্য দিন। আমার আন্তরিক ভালবাসা গ্রহণ করুন।

মির্যা তাহের আহমদ
খলিফাতুল মসীহ

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব বর্তমানে আহমদনগর আছেন। তিনিও সেখান থেকে জামাতের সকলের প্রতি "ঈদ মোবারক" জানিয়েছেন। খাকসার—

ভিজির আলী
নায়েব আমীর-১
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

তাং ১৮/৬/৮৫ইং

শুভ সংবাদ ও সতর্কবাণী

(জুম্মার খোৎবার সারসংক্ষেপ)

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[৩১শে মে, ১৯৮৫ ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত]

তাশাহুদ, তায়াউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) সুরা নামালের নিম্ন বর্ণিত ৭০ থেকে ৭৪ নং আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করেন যেগুলি তরজমাসহ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

قل سيروا في الارض فانظروا كيف
كان عاقبة المجرمين ○ ولا تحزن
عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ○
ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم
صدقين ○ قل عسى ان يكون ردف
لكم بعض الذي يستعجلون ○
وان ربك لذو فضل على الناس
ولكن اكثر الناس لا يشكرون ○

তরজমা : তুমি বলে দাও যে পৃথিবীতে বিচরণ করে দেখ, অপরাধীদের কি পরিণাম হয়েছিল। এবং তুমি তাদের জন্য দুঃখিত হয়ো না, এবং তাদের অপ-কৌশলসমূহের জন্য মনে কোন সং-কোচ বোধ করো না।

এবং তারা বলে যে তোমরা যদি সত্য-বাদী হয়ে থাকো তা'হলে (জেনে রাখ যে) সেই আযাব যা তোমরা শীঘ্র কামনা করছো উহার অংশবিশেষ তোমাদের পেছনেই ধেয়ে আসছে। এবং তোমার রাব্ব মানবের উপর অনুগ্রহ বর্ষণকারী কিন্তু তাদের অধি-কাংশই শোকর গুজারী করে না।

অতঃপর বলেন : বিগত তিনচার মাস যাবৎ খোৎবাগুলিতে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেত-পত্রের জবাব প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং এ প্রসঙ্গে ডাক্কা (পাকিস্তান) জামাতের আমীর সাহেব তাঁর পত্রে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর একটি 'স্বপ্নের' উল্লেখ করেছেন। সে স্বপ্নটি সুস্পষ্টতঃ উক্ত শ্বেত-পত্রের সহিত সম্পৃক্ত। সুতরাং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁর ঐ ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯০৩ এর 'রোইয়া'টি এইরূপ বর্ণনা করেন :

"স্বপ্নে আমি দেখিলাম, কোন বিরুদ্ধবাদীর একখানা পুস্তক আমার হাতে আছে। আমি উহাকে পানি দ্বারা ধৌত করিতেছি এবং জনৈক ব্যক্তি পানি ঢালিতেছে। আমি চোখ তুলিয়া দেখিতে পাইলাম যে, পুস্তকটা সম্পূর্ণ ধৌত হইয়াছে এবং সাদা (কাগজ) বাহির হইয়া আসিয়াছে (অর্থাৎ পৃষ্ঠাগুলি অক্ষরবিহীন কেবল সাদা কাগজ হিসাবে থাকিয়া

গিয়াছে)। শুধু প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় একটা নাম অথবা উহার অনুরূপ কিছু রহিয়া গিয়াছে।" (তাজকেরা, পৃঃ ৪৮৫, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ইলহামাতের পাণ্ডুলিপি, পৃঃ ৯৭)

হুজুর বলেন, এই আজিমুশ্বান রোইয়াটিতে ৮৩ বৎসর পূর্বে বর্তমানকালে সংঘটিত অবস্থাবলীর সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং রোইয়াটিতে বর্ণিত ভাষা ও বিষয়বস্তু বিস্ময়াতীতরূপে উক্ত শ্বেত-পত্র এবং উহার জওয়াবের উপরে প্রযোজ্য ও সত্য সাব্যস্ত হয়। বিরুদ্ধ পুস্তকাবলী তো অনেক লেখা হয়েছে কিন্তু কোনটিকে কখনও চিহ্নিত করার প্রয়োজন বলে মনে করা হয় নাই। কিন্তু যে পুস্তকটি কোন সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় উহা বিশেষ গুরুত্ব বহণ করে থাকে এবং কোন সরকারের পক্ষ থেকে জামাতের বিরুদ্ধে পুস্তক প্রকাশ করার ঘটনা এই প্রথম।

তারপর ইহাতে উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি পানি ঢালছে। এ কথাটিও আশ্চর্যকর শানের সহিত পূর্ণ হয়েছে। সাধারণতঃ এই পন্থা বা নিয়মই চলে এসেছে যে. রেফারেন্স সমূহ তালাশ করা এবং গবেষণামুলক কাজের জন্য সেলসেলার বেশ কয়েকজন আলেমের সাহায্য গ্রহণ করা হতো। কিন্তু এখানে (লণ্ডনে) ঐ সকল সুবিধা না থাকাতে. এবং দ্বিতীয়তঃ মোবল্লেগগণ বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে শুধু একজন ব্যক্তির দ্বারাই অর্থাৎ হাদী আলী সাহেবের (মোবাল্লেগ) দ্বারাই উক্ত কার্য গ্রহণ করা হয়।

'সাদা কাগজ'—কথাগুলি বিস্ময়াতীতরূপে 'হোয়াইট পেপার' বা শ্বেতপত্রের ইঙ্গিত বহণ করছে এবং ইহারও নির্দেশ দান করছে যে,' উক্ত কাগজ (উহার দাঁতভাঙ্গা জোরালো উত্তর দানে উহার মিথ্যা ও কুটিল বক্তব্যসমূহ) ধোলাই হয়ে পরিষ্কার হয়ে গেল এবং এখন উহার শুধু নামটাই অবশিষ্ট থেকে গেল—যেন এরূপ কোন পুস্তক ছিল যেটাকে খুব ভালভাবে ধোলাই করে দেয়া হয়েছে। এমনিধারায় এ বিষয়ের আসমানী সাক্ষ্য পাওয়া গেল যে, যাবতীয় অভিযোগের জওয়াব অত্যন্ত জোরালো ও জব্দকারী জওয়াব হয়েছে। মোট কথা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর উক্ত রোইয়াটি বিস্ময়াতীতরূপে পূর্ণ হওয়াতে আমি বড়ই 'লোতফ' ও তৃপ্তি বোধ করেছি। সেজন্য আমি আপনাদের সকলকেও এই লজ্জত ও সুস্বাদে শামিল করার উদ্দেশ্যে ইহার উল্লেখ জরুরী মনে করলাম। ফা-আলহামদুলিল্লাহ।

হুজুর বলেন, আমার ইচ্ছা ছিল যে দেশে মোল্লাদের প্রাধান্য দানের কারণে দেশ যে সকল বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়বে সে বিষয়ে জাতিকে অবগত করাই, কিন্তু আজ একটি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণে সে বিষয়টির উপর আগামী কোন খোৎবায় আলোকপাত করবো।

হুজুর বলেন, আজ ভোর তাহাজ্জুদের সময় ফোনযোগে সংবাদ আসলো যে, "পাকিস্তানের আবহাওয়া বিভাগ সংবাদ দিয়েছে যে সমুদ্রে এক বিরাট ঝড় উঠেছে, যা করাচীর উপর আঘাত হানবে। সুতরাং তৎক্ষণাৎ জরুরী ভিত্তিতে করাচীর উপকূলীয় অঞ্চলগুলিকে খালি করানো হলো এবং এক কল্পনাতীত উৎকণ্ঠা ও বিশৃংখলতার সৃষ্টি হলো, কিন্তু পরে

হুজুর বলেন, আল্লাহতায়ালা আমাকে দিব্যদর্শনযোগে যে দৃশ্যটি দেখিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে (কয়েক মাস পূর্বে) আমি গ্লাসগোতে প্রদত্ত খোৎবায় বলেছিলাম যে, যথাসম্ভব সেটা সংঘটিত হওয়ার তারিখ—10th Friday (১০ম তারিখ শুক্রবার) কোন চান্দ্র মাসের তারিখ হতে পারে। তেমনিভাবে জনৈক বন্ধু তাঁর রোইয়াতে "১০—চন্দ্র এবং ৩১" শব্দগুলি দেখেছিলেন, যদ্বারা উল্লিখিত ধারনাটি আরো সমর্থন লাভ করে।

মোট কথা, (আজ ৩১শে মে) পাকিস্তানে শুক্রবার ১০ই রমজান, এবং আজ যে ঘটনাটি সংঘটিত হলো ইহা এক হিসাবে অসাধারণ গুরুত্ববহ একটি ঘটনা। কেননা ঐ উপকূলীয় অঞ্চলে যেখানে দশ দশ বছর কালের মধ্যে একবারও ঐরূপ ঘটনা ঘটে নাই সেখানে মহা বিপদ দেখা দিয়ে উহা অন্য দিকে সরে গেলো। কিন্তু এর একাধিক পরিণাম ও প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

হুজুর বলেন, যদিও (আমার) সে রোইয়াটি উক্ত ঘটনার উপরে প্রজোয্য বলেই প্রতীয়মান হয়; তথাপি ইহা যে মাত্র একবারই (উক্ত ঘটনার মাধ্যমে) পূর্ণ হলো তা জরুরী নয়, বরং এমনও হতে পারে যে ইহা পরবর্তীকালে এর পশ্চাৎ ধাবণকারী কোন এক বিরাট ধরণের ঘটনার ইঙ্গিত বহণ করছে।

এটাও এর অর্থ হতে পারে যে খোদাতায়ালা যখন কোন জাতিকে পাকড়াও করার এরাদা করেন, তখন এমন কিছু ঘটবে যা সে জাতির কল্পনায়ও আসতে পারে না, এবং খোদাতায়ালা যখন পাকড়াও করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন আর কেউ-ই নিরাপদ থাকতে পারে না।

খোদাতায়ালা আযাব দেওয়াতে খুশী হন না। তিনি এস্তেগফারের (ক্ষমাভিক্ষা) সুযোগ দান করে থাকেন এবং এতখনি অবকাশ দেন যে দৃশ্যতঃ অনেক সময় নবীগণ মিথ্যাবাদী বলে প্রতীয়মান হন এবং বিরুদ্ধবাদীরা হাসি বিদ্রূপে আরও বেড়ে যায়। সুতরাং তখন আল্লাহ-তায়ালা তাদের ধৃত করেন।

হুজুর বলেন, ঘটনা যদি তাই হয় তা'হলে আহমদীদের জন্যও এবং অপরাপরদের জন্যও শুভ সংবাদ যে, নাজাতের (পরিত্রাণ) পথ এখনও বাকি আছে, এবং আমরা ইহাই চাই যে জাতি যেন হেদায়েত পেয়ে যায়।

তারপর, এর তাৎপর্য এও হতে পারে যে, সাবধানবাণী ও ঐশী সতর্ককীকরণ প্রথমে বিদ্যমান রয়েছে এবং নমুনা ও দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে যদি তৌবা ও এস্তেগফারের দ্বারা কাজ গ্রহণ না কর, তা'হলে অনুরূপ কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবহার সামনে অবধারিত রয়েছে এবং খোদা-তায়ালার অনুরূপ ব্যবহার যখন জারি হবে, তখন কেউ আর সেটা রোধ করতে পারবে না।

হুজুর (আইঃ) সুরা নামালের উল্লিখিত আয়াতসমূহের বিশদ তফসীর (ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ) করে আরও বলেন যে, উপরোক্ত বিষয়বস্তু সুরা নূহে আল্লাহতায়ালা আরো খোলাখুলিরূপে বর্ণনা করেন যে, হযরত নূহ (আঃ) তাঁর জাতিকে সর্বতোভাবে বুঝাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তারা হাসি-বিদ্রূপ ও ঔধাত্তে আরও বেড়ে যায় এবং পরিশেষে তারা আল্লাহতায়ালার আযাব ও কোপাণলে পতিত হয়।

হুজুর বলেন, আমি নিজেও পছন্দ করি না যে, আপনারা জাতির (পাকিস্তানী) বিরুদ্ধে বদ-দোওয়া করেন এবং আপনাদেরকে আমি জাতির ধ্বংসের জন্য বদ-দোওয়া করার অনুমতিও দান করি না। হাঁ, 'আইম্মাতিল-কুফর' অর্থাৎ কুফরী ফতোয়া দানের হোতাদের ধ্বংস ও নিপাত হওয়ার জন্য অবশ্য খাসভাবে দোওয়া করুন, আল্লাহ তায়ালা যেন তাদেরকে অপরাপরের নাজাত লাভের কারণ করেন। কেননা মৌলবীরা উপর থেকে নিয়ে নীচ পর্যন্ত পাকিস্তানী জাতির মধ্যে মিথ্যার হলাহল ছড়িয়ে দিয়েছে এবং তাদের এসব চরম জঘন্য কার্যকলাপ থেকে আদৌ তারা বিরত হচ্ছে না।

এখন তারা (মৌলবীরা) আজকের ঘটনা থেকেও এ ফল নির্ণয় করে দেখাতে প্রয়াস পাবে যে, তারা জাতিকে আযাব (থেকে) বাঁচাবার উপযুক্ত ছিল, তাই আযাব টলে গেছে। কাজেই আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় যে, তারা (মৌলবীরা) ও বর্তমান পাকিস্তান সরকার উক্ত দৃষ্টান্ত থেকে ফায়দা গ্রহণ করবে না এবং পূর্ববর্তী জাতিদের তকদীর এদের উপরও পরিচালিত হবে।

পরিশেষে হুজুর (আইঃ) হযরত মসীহ মউওদ (আঃ)-এর মূল ভাষায় জাতিকে আহমদীয়াতের ভবিষ্যৎ এবং খোদাতায়ালার প্রেম ও প্রীতি সুলভ ব্যবহার সম্পর্কিত শুভ সংবাদ এবং (বিরুদ্ধবাদী) অস্বীকারকারীদের পরিণাম ও তাদের তকদীর সম্পর্কিত সতর্ক বাণী সম্বন্ধেও অবহিত করেন। সুতরাং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর গ্রন্থাবলী থেকে উল্লিখিত দু'টি উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া গেল :

"খোদাতায়ালা আমাকে বারংবার জানাইয়াছেন যে, তিনি আমায় বহু সম্মানে বিভূষিত করিবেন এবং মানুষের হৃদয় আমার প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত করিয়া দিবেন। তিনি আমার অনুসারীগণের সঙ্ঘকে সারা জগতে বিস্তৃত করিবেন এবং তাহাদিগকে সকল জাতির উপর জয়যুক্ত করিবেন। আমার অনুসারীগণ এরূপ অসাধারণ জ্ঞান ও তত্ত্বদর্শিতা লাভ করিবে যে তাহারা স্ব স্ব সত্যবাদীতার জ্যোতিতে এবং যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর প্রভাবে সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। সকল জাতি এই নির্ঝর হইতে তৃষ্ণা নিবারণ করিবে এবং আমার সঙ্ঘ ফলফুলে সুশোভিত হইয়া দ্রুত বর্ধমান হইবে এবং অচিরেই সারা জগৎ ছাইয়া ফেলিবে। বহু বিঘ্ন দেখা দিবে এবং পরীক্ষা আসিবে, কিন্তু খোদা সেগুলিকে পথ হইতে অপসারিত করিয়া দিবেন এবং আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবেন। খোদা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "তোমার উপর আশিসের পর আশিস বর্ষণ করিতে থাকিব। এমন কি সম্রাটগণ পর্যন্ত তোমার বস্ত্র হইতে কল্যাণ খুঁজিবে।"

অতএব হে শ্রোতাবর্গ! এই কথাগুলি স্মরণ রাখিও এবং এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে আপন আপন সিন্ধুকে সুরক্ষিত করিয়া রাখ। ইহা খোদার বাণী। একদিন ইহা পূর্ণ হইবেই হইবে।"

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া পৃঃ ২১ ও ২২, ১৯০৬ সালে প্রকাশিত)

"অনুতাপকারীগণ নিরাপদ থাকিবে এবং যাহারা বিপদ আসিবার পূর্বেই ভীত হয়, তাহাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। তোমরা কি মনে করিয়াছ এই সকল ভূমিকম্প হইতে নিরাপদে বাঁচিয়া যাইবে, বা স্বীয় প্রচেষ্টায় আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে? কখনো নহে। মানুষের চেষ্টা সে দিন অচল হইবে। ইহা মনে করিও না যে, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে গুরুতর ভূমিকম্প আসিয়াছে কিন্তু তোমাদের দেশ উহা হইতে নিরাপদ থাকিবে। আমি দেখিতেছি হয়ত তাহা হইতেও গুরুতর বিপদের মুখ তোমরা দেখিবে।

হে ইউরোপ, তুমিও নিরাপদ নহ! হে এশিয়া, তুমিও নিরাপদ নহ! হে দ্বীপবাসীগণ, কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না।

আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জনমানব শূন্য পাইতেছি। সেই এক এবং অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিবেন।

যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক, ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এদেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিবে, লূতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে।

খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। যে ব্যক্তি খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নহে, কীট; তাঁহাকে যে ভয় করে না, সে জীবিত নহে, মৃত।"

—(হকীকাতুল ওহী, ১৯০৬ ইসাব্দ)

(সাপ্তাহিক 'আল-নাসর' ৭ই জুন '৮৫ থেকে অনূদিত)

অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ,

পশ্চিমে সূর্যোদয়

(ইংলণ্ডে অনুষ্ঠিত সালানা জলসার সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

—আহমদ তৌফিক চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৩)

লন্ডনের সালথ ফিল্ড এলাকায় ১৯২৪ সালে ফজল মসজিদ স্থাপিত হয়। এটি লন্ডনের প্রবীনতম মসজিদ। এই মসজিদে হজরত খলিফাতুল মসীহ সানী, সালেস এবং রাবে নামাজ পড়েছেন। অতএব এই মসজিদের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি বহু স্মৃতি বিজড়িত একটি ঐতিহাসিক ধর্মকেন্দ্র। বর্তমানে প্রয়োজনের তুলনায় মসজিদটি খুবই ছোট হয়ে গিয়েছে। ওয়াক্তিয়া নামাজেও স্থান সংকুলান হয় না। পাশে নির্মিত হয়েছে মহিলাদের নামাজের জন্য একটি দালান। স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেবের অর্থে হযরত 'মুসলেহ মওউদের' (রাঃ) স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত হয়েছে ত্রিতল মাহমুদ হল। কিন্তু জুমআর দিনে তাতেও নামাজিদের জায়গা হয়না। রাস্তায় উন্মুক্ত আকাশের নীচে মুসল্লীদেরকে নামাজ পড়তে হয়। টেলিভিশন মারফত সবাই দূরে বসে হুজুরকে দেখেন ও খুৎবা শুনেন। মাগরিবের সময় নামাজিদের গাড়ীতে আশে পাশের রাস্তাগুলির দুই পাশ সম্পূর্ণ ভরে যায়। জুমআর দিনে ঐ সব রাস্তায় তিল ধারণের স্থান থাকে না। স্মরণ করিয়ে দেয় মসিহ মওউদের (আঃ) ইলহাম, 'ওয়াচ্ছে মাকানাকা' এর কথা। তোমার গৃহকে প্রশস্থ কর এই বাণী সদা ক্রিয়াশীল রয়েছে আজো ইসলামাবাদে পঁচিশ একর জায়গাও এবার ক্ষুদ্র প্রমাণ হয়েছে। সকলকে সেখানে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়নি। ভারা করে আনতে হয়েছিল চাকা যুক্ত কেরা ভান। থাকার জন্য এক একটি কেবিন। কারের পিছনে জুরে টেনে আনা হয়েছে। সুন্দর ব্যবস্থা সাথে বাড়ী, সাথে ঘর, ঐ দেশের লোকেরা নিজ নিজ গাড়ীর পিছনে বেঁধে এগুলি টেনে নিয়ে চলে, যেখানে রাত সেখানে কাৎ। ঘুমাবার জন্য হোটেলে যেতে হয় না। এগুলিতেই শোবার ব্যবস্থা আছে। ইচ্ছা করলে ঐ গুলিতে রান্না বান্নাও করতে পারেন। ইসলামাবাদে এ ধরণের বহু সংখ্যক ছোট বড় কেরাভান দেখেছি। এমন কি মোবাইল টয়লেট পর্যন্ত সেখানে ছিল। শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের বুকে যেমন দুধের ব্যবস্থা হয়ে যায় তেমনি টিলফোর্ডের এই বিজন এলাকাটিও জামাতের বৃদ্ধি ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য আল্লা রাব্বুল আলামীন পূর্ব থেকেই তৈরী করে রেখেছিলেন। দীর্ঘদিন থেকে অনাবাদ স্কুল কেমপাসটি হয়েছে আবাদ। শুধু আবাদই নয়, একেবারে ইসলামাবাদ। মনে পড়ে মুসলেহ মওউদের (রাঃ) কথা—

তারিফ কে কাবেল হ্যায় ইয়ারব তেরে দীওয়ানে আবাদ হুয়ে জিনসে দুনিয়াকে হ্যায় বিরানে।
হে প্রভু, তোমার প্রেমে পাগল লোকগুলি সত্যি প্রশংসার দাবীদার।

ফরজানুনে দুনিয়াকে শেহর কো উজারা হায়। আবাদ করেঙ্গে আব দীওয়ানে ইয়ে বিরানে।।
হোতি না আগর রৌশন ওহ শমারুখে আনওয়ার। কিউ জমা ইহা হোতে সব দুনিয়াকে পরওয়ানে।।

দুনিয়ার মানুষ যেসব শহর গ্রাম উজাড় করে রেখেছিল সেই সবকে এই খোদা পাগল লোকেরা আবার আবাদ করছে।

আধ্যাত্মিক জ্যোতি বিকিরণের ফলে বিশ্বের চারদিক থেকে পতঙ্গের ন্যায় লোকেরা এখানে এসে সমবেত হয়েছে। লন্ডন মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করে হজরত মাহমুদ (রাঃ) যে কাজের আগাজ (শুরু) করে গিয়েছিলেন তার আঞ্জাম (পরিণতি) আজ আমরা একের পর এক দেখতে পাচ্ছি।

আগাজ তো ম্যায় করদো,
আঞ্জাম খোদা জানে।

প্রতি শুক্র, শনি এবং রবিবার লণ্ডনের ফজল মসজিদে হুজুরকে নিয়ে মজলিসে এরফান বসে। যে কেউ এতে সরাসরি হুজুরকে যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারে। এমন কি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকরাও এতে বিনা বাঁধায় হুজুরকে প্রশ্ন করে। ১৩ তারিখ এশার নামাজের পর আমি হুজুরের কাছে মরনোত্তর চক্ষু দান সম্বন্ধে ইসলামের বিধান কি তা জানতে চাহিলাম। হুজুর বল্লেন, বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্রকে কুরবান করার রীতি ইসলামে স্বীকৃত। একের রক্ত যদি অপরকে দেয়া যায় তাহলে চক্ষু দেয়া যাবে না কেন? তার মনে রাখতে হবে তা যেন অপাত্রে দান না হয়। এই প্রশ্ন ও উত্তরটি ভি, ডি, ও, ক্যাসেটে ধারন করা হয়েছে তাই বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই। লণ্ডন মসজিদে কখনও কোন ওয়াক্তের নামাজ হচ্ছে তা একটি বোর্ড আলোর মাধ্যমে দেখান হয়। জমা নামাজের বেলায়ই এটি বেশী প্রয়োজনীয়।

১৪ তারিখ সকাল বেলা মিশনে এসে দেখি হুজুরের সঙ্গে ইউ, কে, জমাতের একজিকিউটিভরা গ্রোপ ফটো উঠাচ্ছেন। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মিশনারীরাও ফটো উঠাচ্ছেন এক সঙ্গে। পাঁচটি মহা দেশের বেশ কিছু লোক দূরে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য উপভোগ করছেন। আমিও দর্শকদের সাড়িতে গিয়ে দাঁড়ালাম। মনে মনে কামনা করলাম, হায়! যদি হুজুরের সঙ্গে শুধু আমি একটা ফটো উঠাতে পারতাম তাহলে কতই না সৌভাগ্যের ব্যাপার হতো! এমন সময় হুজুর আমার নাম ধরে ডাকলেন এবং কাছে নিয়ে হাত ধরে ছবি উঠালেন। আল্লা, আল্লা,! কি অনুগ্রহ। কোথায় আমিরুল মুমেনীন আর কোথায় আমি!

এরপর কয়েকদিনের জন্য চলে গেলাম কেন্টের টনব্রিজ শহরে। আমার এক আত্মীয় এসে আমাকে আমার মধ্যম মেয়ে এবং জামাইকে নিয়ে গেলেন।

কেন্টকে ইংলণ্ডের বাগান বলা হয়। প্রাকৃতিক শোভা মণ্ডিত পার্বত্য এলাকা। রাজা অষ্টম হেনরীর স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন কেসেল ও পার্ক দেখলাম। এখান থেকে ফ্রান্সের বর্ডার খুব বেশী দূরে নয়। একদিন গেলাম এক গীর্জায়। আলাপ হল ধর্ম বিষয়ে। লণ্ডন মিশনের ঠিকানা এবং বই পুস্তক দিয়ে এলাম। বাংগালী আত্মীয় স্বজনদেরকে বাংলা ভাষায় বই পত্র দিলাম। সারী এলাকায় অবস্থিত মনোরম উইণ্ডসর দেখলাম। দেখলাম সাফারী পার্ক। উন্মুক্ত চিড়িয়া খানা দেখলাম বাঘ সিংহ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাঁচ উঠিয়ে গাড়ী নিয়ে এসব দেখে আসা যায়। অনেক সময় গাড়ীর উপর লাফ দিয়ে উঠে। ওখানে ডলফিনের খেলা দেখতে গিয়ে দেখি মীর্জা আব্দুল হক, মৌলানা দোস্ত মোহাম্মদ, সুলতান মাহমুদ আনওয়ার, মোহাম্মদ দীন নাজ সহ বহু পাকিস্তানী আহমদীও রয়েছেন সেখানে। নাজ সাহেব দেখেই বল্লেন, "কেমুন আছেন?"

পাঁচ দিনের দিন আবার লণ্ডন ফিরে এলাম। ১৯ তারিখ জুমআ পড়লাম হুজুরের সঙ্গে। আখতার হোসেন সাহেবকে নিয়ে আবার হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম, ফটো উঠালাম এক সঙ্গে। হুজুর বাংলাদেশের লোকদেরকে বেশী বেশী তবলীগ করতে বল্লেন। হুজুর

বাংলাদেশের সবাইকে মহব্বত পূর্ণ সালাম পৌঁছাতে বল্লেন। আমার ছোট মেয়েটির অসুখের কথা বললে একটি কাগজে নিজ হস্তে ব্যবস্থা পত্র লিখে দিলেন। দাওয়া ও দোওয়া। সারা জগতের চিন্তা তাঁর মাথায়, এরপরও তিনি আমাদেরকে সময় দিয়ে যাচ্ছেন। সমস্যার সমাধান দিচ্ছেন। যাযাকুমুল্লাহু আহসানুল যাযা!

রাতে ইষ্ট লণ্ডন বাংগালী এলাকায় গেলাম টিউব ও কারে করে। লণ্ডনে এই পাতাল রেল না থাকলে যে কি অসুবিধা হত যাতায়াতে তা না বল্লেও চলে। সারা লণ্ডন নগরীর তল দিয়ে অগণিত ট্রেন চলছে। সুরঙ্গ পথে ঢুকে স্তরে স্তরে এই রেল লাইন যান্ত্রিক উন্নতির কি চরম উৎকর্ষতা! দুই পাউণ্ডের একটি টিকেট নিলে সারা দিন ঘুরে ঘুরে লণ্ডন দেখা যায়। সরকারী বাস ও পাতাল রেলে এই এক টিকেটেই ভ্রমণ করা চলে। ২০ তারিখ আবার লণ্ডন দেখতে বের হলাম পৃথিবীর সর্ববৃহৎ লাইব্রেরী ফয়লেস দেখলাম। মাদান টুস্ ভাস্কর্যকর্ম দেখে মুগ্ধ হলাম। মোম দিয়ে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মূর্তি তৈরী করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে একমাত্র পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কারো কোন মূর্তি নেই। এরপর পিকাডেলী থেকে ওয়েষ্টমিনিষ্টার হয়ে ট্রাফেলগার. বিগবেন, হাইড পার্ক, রিজেন্ট পার্ক, বার্মিংহাম প্যালেস দেখে গিয়ে উঠলাম একটি দুতলা বাসে। এরপর উদ্দেশ্য বিহীনভাবে ঘুরে বেড়ালাম উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম লণ্ডনের নানা জায়গা। গুড়িগুড়ি বৃষ্টি আর তীব্র শীত উপেক্ষা করে রাত দশটা পর্যন্ত ইসমত পাশা ও আখতার হোসেন সাহেবকে নিয়ে ঘুরলাম। রেল ষ্টেশনে বেশ কিছু ইংরাজী প্রচার পত্র বিতরণ করলাম। ২৯শে এপ্রিল গেলাম এক চার্চে। আলাপ হল এংলিকান পাদ্রীর সংগে। চার্চটি ১৬৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত। লণ্ডন মিশনের ঠিকানা দিলাম, ইসলাম সম্বন্ধে বইপত্রও দিলাম পাদ্রীকে। রবিবার প্রার্থনালয়ে বিশজনের মত নারী পুরুষ এসেছে এই চার্চে। এদের অধিকাংশই কৃষ্ণকায় এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। দুই একটি সাদা যুবক যুবতীও আছে। প্রার্থনা শেষে সবাই হাত মিলাতে এল আমার সঙ্গে। বিনয়ের সঙ্গে বললাম, আমি মেয়েদের সঙ্গে হাত মিলাব না, কারণ এটি আমাদের ধর্মে বারণ। এটি অবজ্ঞা নয় বরং ধর্মীয় বিধানের ফলেই অপারগতা। জানি না ওরা বিশ্বাস করল কি না কারণ ঐ দিনগুলিতে লণ্ডন টি, ভি, তে মিসেস থেচারের সৌদী আরব সফর প্রদর্শিত হচ্ছিল আর তাতে বাদশাহ ফাহাদের সঙ্গে মিসেস থেচারের করমর্দনের দৃশ্য সবাই দেখেছে। স্বয়ং আরবের বাদশাহ মহিলাদের সঙ্গে হাত মিলাচ্ছেন, এদেশে অবস্থানরত বহু মুসলিম দেশের নাগরিকও অঙ্গ মিলিয়ে চলেছে আর আমি কি না বলি. এটি ইসলামের নিষেধ! অনেকে হয়ত আমাকে একটা মস্তবড় অভদ্র জ্ঞান করেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। থাক, ইন্নালিল্লাহ

লন্ডনে যাবার আগে এক ব্যক্তিকে চিঠি লিখেছিলাম জলসার তারিখ জানিয়ে। ওখানে পৌঁছেও তাকে চিঠি দিলাম জলসায় আসার জন্য। কিন্তু কোন সাড়া নেই। সম্ভাব্য সকল স্থানে তাকে তালাশ করলাম কিন্তু পেলাম না। অনেক কষ্টে এক জায়গা থেকে তার টেলিফোন নাম্বার সংগ্রহ করলাম। আসার আগের রাত্রে ফোনে আলাপ হল। পর দিন সকালে এসে উপস্থিত হল লিংকন শায়ার অঞ্চল থেকে। টেকসী করে নিয়ে গেলাম মিশনে। বয়েত ফরম এনে তা পূরণ করে দাখিল

করলাম হুজুরের মঞ্জুরীর জন্য। সময় অল্প তাই সাক্ষাতে বয়েত সম্ভব হলনা। এরপর আবার রনীমিড এর পয়তাল্লিশ নম্বর বাড়ীতে ফিরে এলাম। দেখি খাবার তৈরী। মাষ্টার রনি ও রোমেল দুই ভাই মিলে আমাকে খাওয়াল। এখন বিদায়ের পালা। শরাফত আলী নিজ খরচে টেকসী ভারা করে আমাকে বিমান বন্দরে পেঁাছে দিল। এবার ঘর মুখো বাংগালী। বিমানে উঠে দেখি অধিকাংশ সহ যাত্রীই সিলেটের লোক। শুরু করলাম সিলেটি ভাষায় আলাপ আলোচনা। সিলেটিদের সঙ্গে সিলেটি ভাষায় কথা না বললে তাদের হৃদয়ের কাছে পেঁাছা যায় না। বিভিন্ন সিটের ব্যাগে কিছু বাংলা প্রচার পত্র রাখলাম। কলিকাতা যাত্রী একজন বিদেশী গৌরীয় বৈষ্ণবকে দিলাম ইংরাজী বই পুস্তক।

লন্ডনকে ফেলে এসেছি বহু দূরে। সাত সমুদ্র তের নদীর পারে ঐ দেশ। কিন্তু লন্ডনের স্মৃতি অম্লান হয়ে জ্বলছে আমার স্মৃতি পটে। লন্ডন সফর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলাম ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেবকে। বিজ্ঞান সাধক ডাক্তার সাহেবের সুপ্ত কবি সত্তা যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এক কথায় উত্তর দিলেন--

"জীবনে যতকিছু চেয়েছি মনে হয় (এই সফরে) আরো বেশী পেয়েছি।" বাদশাহ জাহাঙ্গীর বলেছিলেন,—

'ব হোকমে শাহ জাহাঙ্গীর ইয়াফত জেবর ব নামে নূরজাহাঁ পাদশা বেসম জর।'

অর্থাৎ—সোনার মুদ্রায় নূর জাহানের নাম যুক্ত হওয়ায় মুদ্রা মান আরো বৃদ্ধি পেল। আমি বলি—লন্ডন সকলের কাছেই আকর্ষণীয়। তবে আমার খলিফা সেখানে থাকায় ওর আকর্ষণ আমার কাছে আরো বহুগুণ বেশী।

ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, পশ্চিমে সূর্যোদয় হবে। অর্থাৎ ইসলাম রবির উদয় হবে পশ্চিম দিকে, পশ্চিম দেশে। আমি পশ্চিম জগতের তোরণ দ্বার লন্ডনে সেই নব দিনের সূর্যের আভা দেখে এসেছি। ফিরে এসেছি সেখান থেকে সূর্যস্নান করে। (সমাপ্ত)

খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সকল স্থানীয় মজলিসের কায়েদ ও নাযেম মালের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, খোদ্দামুল আহমদীয়ার মালী সাল আগামী ৩০শে অক্টোবর শেষ হতে যাচ্ছে। কিন্তু চাঁদা আশানুরূপ আদায় হয়নি। কাজেই আগামী ১৫ই জুলাইয়ের মধ্যে জুন '৮৫ পর্যন্ত হাল সনের ও বকেয়া চাঁদা আদায় করে বাংলাদেশ মজলিসে প্রেরণ করবেন। শীঘ্রই আপনার মজলিসের হাল ও বকেয়া চাঁদার তালিকা প্রেরিত হবে। ওয়াসসালাম।

খাকছার

মোহাম্মদ আজহার উদ্দিন খন্দকার

নাযেম মাল, বাঃ মঃ খোঃ আঃ

একটি ভুল সংশোধন

বিগত মে মাসে লন্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আহমদীয়া সালানা জলসায় বাংলাদেশ হইতে অংশ গ্রহণ কারীদের মধ্যে জনাব ওবায়দুর রহমান ভুইয়া সাহেবও অন্যতম। দুঃখিত যে অত্র পত্রিকার কোন এক বিগত সংখ্যায় অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকায় তাঁহার নামটি ভুলক্রমে বাদ পড়িয়াছিল।

সংবাদ

ডাঃ আকীল বিন আবদুল কাদিরের শাহাদত বরণ

পাকিস্তানের হায়দারাবাদ সিন্ধে জামাত আহমদীয়ার সর্বজন শ্রদ্ধেয় বর্ষিয়ান ডাক্তার আকীল বিন আবদুল কাদির সাহেবকে কুচক্রী মৌলভীদের প্ররোচিত জনৈক পাষন্ড ব্যক্তি ৯ই জুন ১৯৮৫ ইং পবিত্র রমজান মাসে দিনদুপুরে ছুরিকাঘাত করে শহিদ করে দেয়। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

উল্লেখ্য যে, সিন্ধু প্রদেশে (পাকিস্তান) ইনি হলেন পঞ্চম আহমদী, যাকে শাহিদ করে দেয়া হলো। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক যখন থেকে ১৯৮৪ এর লজ্জাষ্কর অর্ডিন্যান্স জারী করা হয় তখন থেকে পাকিস্তানে আহমদীদের জান-মাল নিরাপদ নয় এবং একটা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে সম্মানিত ও সুযোগ্য আহমদীদেরকে শহিদ করা হচ্ছে।

মরহুম হায়দারাবাদের জনপ্রিয় বিশিষ্ট চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি পাটনা (বিহার) মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম, বি, বি, এস করেন। দেশ বিভাগের পর তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং মেজর পদে 'কাশ্মীর যুদ্ধে'র সময় অতি প্রশংসনীয় খেদমত পালন করেন। তারপর ডু মেডিক্যাল কলেজে প্রফেসার হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯৫৬ থেকে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত লিয়াকত মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষকতার মহান কর্তব্য সম্পাদন করতে থাকেন। উক্ত হাসপাতালের পরিচালক হিসাবেও নিযুক্ত হন। চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি নিজস্ব 'আই ক্লিনিক'-এর দ্বারা মানবতার সেবায় আত্মনিবেদিত ছিলেন। মরহুমের পিতা প্রফেসর আবুল ফাতাহ মোহাম্মদ বিন আবদুল কাদির কলিকাতায় ইসলামীয়া কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর দাদা প্রফেসর আবদুল মাজেদ ভাগলপুর (বিহার)-এর সুখ্যাত 'আলী পরিবার' ভুক্ত ছিলেন।

প্রকাশ যে, মরহুম দিনের বেলা এগারটায় তাঁর ক্লিনিকের সামনে কার থামিয়ে যখন তাঁর যন্ত্রপাতি বের করছিলেন ঠিক সে সময়টিতে সহসা আক্রান্ত হন। ছুরিকাঘাতে তাঁর ঘাড়ের প্রধান শিরা কেটে গিয়ে প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে থাকে। জীবন সংশয় বুঝতে পরে সে অবস্থাতেই তিনি নিজের কার ড্রাইভ করে হাসপাতাল পর্যন্ত পেঁছান। তারপর তাঁকে স্টেচারে করে নিয়ে যাওয়ার পথেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। হত্যাকারী পলায়নে সমর্থ হয়। এ পর্যন্ত পাকিস্তান পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করে নাই।

মরহুমের মর্মান্তিক ইন্তেকালে সমবেত গণজমায়েতর মধ্যে একজন সুসাহিত্যিক, কবি ও চিন্তাবিদকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতে শুনা যায়ঃ

"ডাঃ আকীল হায়দারাবাদের 'মোহসিন' (হিতৈষী) ছিলেন। তাঁর দক্ষ হাতে আরোগ্যের যাদু মন্ত্র ছিল। তাঁকে হত্যা করা ইনসানিয়াতকে হত্যা করার নামান্তর।"

একজন প্রবীন উকিল বললেনঃ "অন্তরালবর্তী কোন শক্তিশালী চক্রের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকে এত হৃদয়হীনতার সহিত এরূপ জঘন্য অপরাধ তো কোন পেশাদার হন্তাও সম্পাদন করতে পারে ন।—যদি পাকিস্তানে প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি নাগরিকের জান ও মালের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের ব্যাপার থেকে থাকে, তাহলে আইন রক্ষাকারী ধ্বজাধারীদের নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য এই যে নৃশংস হত্যাকারীকে খুঁজে বের করা, এবং তাকে এবং তার ধর্মান্ধ পৃষ্ঠপোষকদের নির্মূল করে দেওয়া।" (সপ্তাহিক 'লাহোর' পত্রিকা থেকে সংকলিত ও অনূদিত)

—আহমদ সাদেক মাহমুদ

পাকিস্তানে কলেমা বিধ্বংসী ও ধর্মীয় হিংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা ও প্রতিবাদ

দৈনিক ইনকেলাব (লাহোর ঃ)

করাচী, ১২ই মে (প, র,) 'পাকিস্তান কৌমী মাহাযে-আযাদী'-এর সেক্রেটারী জেনারেল জনাব ইকবাল হাইদার সাহেব সিন্ধে শত শত আহমদীকে গ্রেফতার করার নিন্দা করেন। আজ এক বিবৃতিতে তিনি বলেন যে আহমদীদেরকে কলেমা তৈয়েবের ব্যাজ ধারণের জন্য গ্রেফতার করার মধ্যে কোনই যৌক্তিকতা নাই, এবং এ কথা বলা যে কলেমা তৈয়েবের দ্বারা কারো ভাবানুভূতিতে আঘাত লাগে—এটা সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য ব্যাপার। খোদা-তায়ালার তৌহিদ ও রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের রিসালতের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি প্রদর্শন কারো ভাবানুভূতির প্রতি আঘাতের কারণ হতে পারে না। সিন্ধুদেশ 'বাবুল -ইসলাম' (ইসলামের 'প্রবেশ-দ্বার') হওয়ার গৌরব রাখে এবং এখানে ধর্মীয় ঘৃণা-বিদ্বেষ উদ্রেকের দ্বারা এবং ধর্মীয় ভিত্তিতে কাউকে হয়রান-পেরেশান করা বিশেষতঃ কলেমা তৈয়েবাকে মুছিয়া দেওয়া একান্ত কষ্টদায়ক ব্যাপার। ইহা খোদাতায়ালার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির কারণ ঘটাতে পারে। তিনি দাবী জানান যে, সমস্ত গ্রেফতারকৃত আহমদীকে সত্বর মুক্ত করা হোক এবং তাদের বিরুদ্ধে কায়েমকৃত সকল মোকদ্দমা প্রত্যাহার করা হোক।

(দৈনিক 'ইনকেলাব, ১৩ই মে ৮৫)

দৈনিক 'আমান' করাচী ঃ

গোলাম মোস্তফা জতোই সিন্ধে আহমদীদেরকে হত্যা এবং গ্রেফতার করায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তার ধর্মীয় আকায়েদ ও বিশ্বাস অনুযায়ী পরিচালিত হওয়ার অধিকার রাখে। সরকারের কর্তব্য সকল ফের্কা ও সম্প্রদায়কে আইনের সংরক্ষণ দান করা। তিনি ইহাও বলেন যে, আমাদের বিহারী ও পাঠান ভাইয়েরা পাম-ফ্লেটবাজী করে চলেছেন এবং এটা কোন এক বড় ধরণের বিপদের ইঙ্গিতবহ বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। সরকারের কর্তব্য যে এ যাবতীয় ব্যাপারে প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তিনি বলেন, যদি এ সব কিছুই ইচ্ছাকৃতভাবে করান হচ্ছে তাহলে এতে কারই মঙ্গল নিহিত নেই, বরং এতে দেশ ও জাতির সমূহ ক্ষতি হবে।"

(দৈনিক 'আমান ৯ই মে ৮৫)

দৈনিক 'জাসারাত' ঃ

করাচী, ১৬ই মে—সিন্ধু এসেম্বলীর সদস্যা বেগম গুলজার অনড় আহমদীদের দেদার গ্রেফতারীর নিন্দা করেন। তিনি আজ এখানে এক বিবৃতিতে বলেন যে শুধু সিন্ধুদেশেই ১৫০জন আহমদীকে (কলেমার ব্যাজ ধারণের জন্য) গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, (হযরত) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মত ও অনুসারী হিসাবে আমাদের কর্তব্য খোদার মখলুকের সহিত সকল আকীদা-বিশ্বাস নির্বিশেষে প্রীতি, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা। বেগম গুলজার অনড় দাবী জানান যে গ্রেফতারকৃত আহমদীদেরকে মুক্ত করা হোক এবং তাদের বিরুদ্ধে আনীত মোকদ্দমা সমূহ প্রত্যাহার করা হোক।"

(দৈনিক 'জাসারত' ১৭ই মে ৮৫)

"দায়ী ইলাল্লাহ হও"-তাহরীকের এক ঝলক সুফল

হুজুর (আইয়েদাহুল্লাহুতায়ালা বেনাসরিহিল আযিয) জামাতকে দায়ী ইলাল্লাহ হওয়ার জন্য যে বাবরকত তাহরীক করেছেন, খোদাতায়ালার ফজলে উহার অত্যন্ত সার্থক ফলোদয় হয়ে চলছে। সুতরাং সাম্প্রতিক কালে এ প্রসঙ্গে বিশ্বের কয়েকটি দেশ থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট হতে উহার যৎকিঞ্চিৎ ঝলক নিম্নে পেশ করা হলো ঃ—

কেনিয়া ঃ শানীগা অঞ্চলে আল্লাহতায়ালার ফজলে আমাদের তবলিগী প্রচেষ্টায় ৪ ব্যক্তি এবং অগুঞ্জা মোকামে ৪ ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করে আহমদীয়া জামাতে দাখিল হন।

জার্মানী ঃ Gummars Bach মোকামে একজন পাকিস্তানী মহিলা বাচ্চাদের সহ ইসলামে দীক্ষিত হয়ে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জামাতভুক্ত হন।

২৩শে মার্চ '৮৫ কলুনের নুতন মিশন-হাউজ 'বায়তুন-নসরে' 'মসীহ মওউদ দিবস' উপলক্ষে জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ মওকাতে একজন পুণ্যাত্মা বয়েত গ্রহণ করার তওফিক লাভ করেন। তেমনিভাবে আর এক মওকাতে দু'জন সত্যান্বেষী বয়েত করে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হন।

হল্যাণ্ড ঃ '৮৪ সনের ডিসেম্বর মাসে হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) হল্যাণ্ড সফরে এসেছিলেন, ইহার কল্যাণে একজন টার্কিশ যুবক এবং একটি লাহোরী পরিবারের ৯ ব্যক্তি বয়েত করে জামাতভুক্ত হন।

ইণ্ডোনেশিয়া ঃ ৩১শে জানুয়ারী '৮৫ ইং সুরাবায়া এবং ময়ুন এলাকায় আল্লাহর ফজলে আরো ৩ ব্যক্তি বয়েত করে জামাতভুক্ত হন।

জাকার্তায় বিগত জানুয়ারী মাসে ব্যক্তিগত তবলীগের ফলশ্রুতিতে আল্লাহর ফজলে আরও ৩৩জন ব্যক্তি বয়েত করে জামাতে দাখিল হন। ফেব্রুয়ারী মাসে ঐ অঞ্চলে আরও ৪ ব্যক্তি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর উপর ঈমান আনয়নের তওফিক লাভ করে জামাতে দাখিল হন।

ঘানা ঃ Bihee, Tisa, Ga, Boli, Lago, Nocora এবং Jirapa মোকামগুলিতে আমাদের তবলিগী তৎপরতার ফলে ১৪ জন ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষিত হয়ে জামাতভুক্ত হন। Nocore মোকামে একটি নুতন মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

মোখতার আহমদ চীমা (মোবাল্লেগ সেলসেলা) জানিয়েছেন যে, 'দায়ী ইলাল্লাহ' স্কীম অনুযায়ী কর্মতৎপরতার ফলশ্রুতিতে তাঁর এলাকায় আরও ১৩ জন ব্যক্তি বয়েত করেছেন।

Asato নামীয় গ্রামে এক পাবলিক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে ছ'শ ব্যক্তি যোগদান করেন। উক্ত গ্রামে পূর্বে ৩ ব্যক্তি বয়েত করেছিলেন। এবারে আরো ৬জন ইসলাম কবুল করেন।

জামাতের মোবাল্লেগ জনাব জামালুদ্দিন শামস সাহেব জানিয়েছেন যে কুমাসী শহরে প্রশ্ন-উত্তর সভার মাধ্যমে আল্লাহর ফজলে আরো ৪ ব্যক্তি বয়েত করে অহমদীয়া জামাতভুক্ত হন। আলহামদুলিল্লাহ।

(লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক আল-'নসর'-এর ১৪ই জুন '৮৫ সংখ্যা)

সিয়েরালিওনে আর একটি নুতন জামাত প্রতিষ্ঠা

সিয়েরালিওনের মোবাল্লেগ ইনচার্জ ও আমীর জানিয়েছেন যে Mamka মোকামে আল্লাহর ফজলে একটি নুতন জামাত কায়েম করা হয়েছে। সম্প্রতি সেখানে ৮৫ জন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা বয়েত করে আহমদীয়া জামাতে অন্তর্ভুক্ত হন। সেই সঙ্গে সেখানকার পূর্ব নির্মিত মসজিদটিও জামাত পেয়ে গেছে, যা এখন সেই নুতন জামাতের দ্বীনি ও রুহানী তরবিয়ত লাভের কেন্দ্রও হবে।

(লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আল-নসর' ৩০শে মে '৮৫ সংখ্যা সংকলিত ও অনূদিত)

সকল নুতন বয়েতকারীদের ঈমানের উন্নতি ও এস্তেকামাতের জন্য এবং বিশ্বের সর্বত্র অধিকতর ইসলাম বিস্তারের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী দোওয়া জারী রাখিবেন এবং হুজুর আকদাস (আইঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী নিজেরাও দায়ী ইলাল্লাহর কাজে আত্মনিয়োগে যত্নবান হবেন।

বাংলাদেশে বন্যাদুর্গতদের জন্য হুজুরের দোওয়া

বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়া কর্তৃক বন্যাদুর্গতদের জন্য প্রেসিডেন্টের ত্রাণ তহবিলে বিশ হাজার টাকা দান সম্পর্কে জানতে পেরে হুজুর আকদাস (আইঃ) মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের উদ্দেশ্যে লিখিত তাঁর ৯ই জুন '৮৫ তারিখের ই-৪৪৯৩ নং পত্রে তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং আল্লাহর দরবারে বন্যাদুর্গত অসহায় জনগণের জন্য দোওয়া করেছেন।

সংকলন :—**আহমদ সাদেক মাহমুদ**

লিখা আহ্বান

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে 'খেদমত' নামে একটি মাসিক প্রকাশিত হবে—ইনশাআল্লাহ। মাসিকের জন্য ধর্মীয় এবং সমসাময়িক সমস্যাবলীর উপর প্রবন্ধ, রচনা, কবিতা, উদ্ধৃতি ইত্যাদি আহ্বান করা হচ্ছে। স্পষ্টাক্ষরে বা টাইপে লিখা পাঠাতে হবে। খাকসারের নিকট লিখা পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। —মুহাম্মদ আবদুল মতিন, 'খেদমত' কার্য্যালয়,

বাঃ মঃ খোঃ আহমদীয়া

৪নং বকশী বাজার সড়ক, ঢাকা-১১

খিলাফত দিবস উদযাপিত

তেজগাঁও ঃ

গত ৩১শে মে ১৯৮৫ রোজ শুক্রবার বাদ মাগরেব তেজগাঁও জামাতের স্থানীয় মসজিদে খিলাফত দিবস পালন করা হয়। সভায় কোরআন তেলাওয়াত করেন জনাব তৌহিদুল হক। অতঃপর খিলাফতের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মোহাম্মদ মসিউল হক, আবদুস সামী, মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক সাহেব। পরিশেষে খিলাফতের উপর এক জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন সভাপতি ও স্থানীয় প্রেসিডেন্ট আবদুর রশিদ সাহেব। দোওয়ান্তে সভার কাজ শেষ হয়।

সংবাদদাতা—মোহাম্মদ মসিউল হক
কায়েদ, তেজগাঁও মঃ খোঃ আঃ

তারুয়া ঃ

গত ২৭শে মে ১৯৮৫ইং তারিখে তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়া মসজিদে খেলাফত দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ মৌঃ আহমদ আলী সাহেব, প্রেসিডেন্ট কোরআন তেলাওয়াত করেন মুন্সী আঃ রাজ্জাক সাহেব, উর্দু নজম পাঠ করেন মোঃ ছাব্বির আহমদ, বাংলা নজম পাঠ করেন মোদ্দাছের আহমদ। তৎপর খেলাফতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন মৌঃ আঃ রহিম মুল্লা, ডাঃ মোঃ শেখ হেলাল উদ্দিন ও মৌঃ আবুল কাসেম আনসারী মোয়াল্লেম। সভাপতি সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোওয়ার পর সভার কার্য শেষ হয়।

সংবাদদাতা—মোবাশ্বের আহমদ
ভাইস প্রেসিডেন্ট, তারুয়া আঃ আঃ।

শোক সংবাদ

১। অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানান যাইতেছে যে, গত ৫/৬/৮৫ তারিখে বেলা ৫ পাঁচ ঘটিকার সময় জনাব এ, টি, এম, হক সাহেবের পুত্র মোঃ খায়রুল হক সাহেবের স্ত্রী এক কন্যা সন্তান প্রসব করেন ও রাত্র ১০-৩০টার সময় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)। নবজাত শিশু বেঁচে আছে এবং সুস্থ আছে। তাহার দীর্ঘায়ুর জন্য এবং মরহুমার রুহের মাগফেরাত ও দরাজাত বুলন্দির জন্য দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে। আল্লাহতায়ালা যেন নবজাতককে খাদেমায়ে দ্বীন ও সাফলা মণ্ডিত জীবন দান করেন। আমীন।

২। আমার মাতা দীর্ঘ ১০ বৎসর যাবৎ অসুস্থ থাকার পর হঠাৎ গত ১৭/৬/৮৫ ইং সোমবার দিবাগত রাত্রে ৩-৩০ মিনিট সময়ে ঘাটুরায় পরলোক গমন করেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মৃত্যুকালে তিনি নিজ স্বামী, দুই ছেলে, পাঁচ মেয়ে ও বহু নাতী নাতনী রেখে যান। উল্লেখ্য যে তিনি ওসিয়ত কারীণী ছিলেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ছিল প্রায় ৭০ বৎসর। তিনি একজন পরহেজগার স্বামীভক্ত অতিথিপরায়ণা আহমদী ছিলেন, এবং তাহার পিতার নাম ছিল মুন্সী মোঃ আবদুর রহমান সরকার—গ্রাম ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া। অতএব সমস্ত আহমদী ভ্রাতাগণের নিকট তাহার রুহের মাগফিরাতের জন্য দোয়ার আবেদন করিতেছি।

আরজ গুজার, খাকছার—মোঃ ইয়াহিয়া লস্কর

কৃতী ছাত্রী ও দোওয়ার আবেদন

বড়চর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব আবুনছর মোহাম্মদ মাসুদ সাহেবের একমাত্র কন্যা তছলিমা বেগম হবীগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপ-জেলার বড়চর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে ১৯৮৪ সালে অনুষ্ঠিত প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম গ্রেডে টেলেন্টপুল বৃত্তি পাইয়াছে।

সে যেন ভবিষ্যতে অধিকতর কৃতকার্যতা লাভ করিতে পারে এবং দ্বীনের উৎকৃষ্টতা লাভ করিতে পারে সেই জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

২। জনাব মোঃ জাকারিয়া সাহেবের কন্যা মোবারেকা জাহান (বিন্দু) বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় দ্বিতীয় গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে। এ কৃতকার্যতা যেন তার ভবিষ্যৎ জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতির কারণ হয় সেজন্য দোওয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

সন্তান ভওল্লদ

বিগত ১৯শে জুন ১৯৮৫ রোজ বুধবার সকাল ৭ ঘটিকায় আল্লাহতায়ালা জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাদী (মোতামাদ, বাংলাদেশ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া)-কে একটি পুত্র সন্তান দান করেন। আল-হামদুলিল্লাহ। আল্লাহতায়ালা যেন নবজাতককে সুস্বাস্থ ও দীর্ঘায়ু দান করেন এবং উৎকৃষ্ট খাদেমে-দ্বীন করেন তজ্জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে খাসভাবে দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

ভুল সংশোন

পাক্ষিক 'আহমদী'-এর বিগত সংখ্যায় "শুভ বিবাহ" শিরোনামে ৩য় নং বিবাহের এলানটিতে রেকাবী বাজার নিবাসী জনাব ডাঃ সিরাজুল ইসলাম সাহেবের কন্যা মোছাঃ জেবিন আখতারের নাম ভুলবশতঃ জেরিন আখতার ছাপা হইয়াছে। তেমনি মোহরানা ছয় হাজার টাকার পরিবর্তে "ষাট হাজার এক টাকা" হইবে। বর হইলেন রিকাবী বাজার নিবাসী মরহুম জনাব ডাঃ মোঃ নূর হুসেন সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র জনাব মোঃ মাহবুব হুসেন।

"অতএব যে ব্যক্তি আমার নিকট খাঁটিভাবে বয়েত করে এবং সরল হৃদয়ে আমার অনুসরণ করে এবং আমার আজ্ঞা পালনে তৎপর হইয়া নিজের সকল ইচ্ছাকে পরিহার করে তাহার জন্য এই বিপদের দিনে আমার আত্মা আল্লাহ্তায়ালার নিকট অবশ্য শাফায়াৎ (মুক্তি প্রার্থনা) করিবে।"

(কিশ্তি-এ-নূহ)

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) জামাতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছিলেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোজা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোওয়া করুন।

(৩) প্রত্যহ কমপক্ষে সাতবার সুরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় প্রত্যহ পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লিহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব্ব্ আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর। —দৈনিক ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুন্নাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্য নির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু, ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বে ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব প্রত্যেক জিনিস তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবেরউপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম!"

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 501379
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar